ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-347 ■ 27 September, 2025 ■ আগরতলা ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১০ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওষুধ আমদানিতে ১০০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা ট্রাম্পের

ভারতেও প্রভাব পড়তে পারে

ওয়াশিংটন , ২৬ সেপ্টেম্বর ।। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া সব ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট করা ওষুধের ওপর ১০০ শুল্ক আরোপ করা হবে। এই পদক্ষেপে ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের ওপর বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ ভারতের ওষুধ রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজারই হলো আমেরিকা।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার এক বার্তায় লেখেন, যদি কোনও কোম্পানি আমেরিকায় ফার্মাসিউটিক্যাল প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে, তাহলে তাদের ওপর এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, উইল্ডিং বলতে বোঝানো হচ্ছেযদি নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যায় বা নির্মাণাধীন অবস্থায় থাকে, তাহলে শুল্ক আরোপ হবে না। ট্রাম্প শুল্ক আরোপের জন্য সরাসরি কোনও আইনি ব্যাখ্যা না দিলেও বলেন, এই পদক্ষেপ "জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য কারণে" জরুরি। এ ছাড়া রান্নাঘর ও বাথরুমের আসবাবপত্র এবং ভারী ট্রাকের ওপরেও তিনি আলাদা হারে শুল্ক ঘোষণা করেছেনযেমন ৫০ শুল্ক কিচেন ক্যাবিনেট ও বাথরুম ভ্যানিটিজের ওপর এবং ২৫-৩০ শুল্ক অন্যান্য পণ্যের ওপর।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারত মোট ২৭.৯ বিলিয়ন মূল্যের ওষুধ রপ্তানি করেছে, যার ৩১ অর্থাৎ ৮.৭ বিলিয়ন গিয়েছে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধেই ইতিমধ্যে ৩.৭ বিলিয়ন মূল্যের ওষুধ রপ্তানি করেছে ভারত।

যদিও ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, এই শুল্ক মূলত ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট ওষুধের ওপর, তবে জটিল জেনেরিক ও স্পেশালিটি মেডিসিন-এর ওপরেও শুল্ক বসানো হতে পারে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কারণ, অনেক ভারতীয় কোম্পানির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও নিজস্ব উৎপাদন ইউনিট নেই।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারত থেকে আসা কমদামি জেনেরিক ওষুধ মার্কিন স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুল্ক আরোপের ফলে ওষুধের দাম বাড়বে, যার প্রভাব পড়বে সাধারণ ভোক্তা ও স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলোর ওপর। ভারতের কোম্পানিগুলিও যেহেতু তুলনামূলকভাবে কম লাভে ব্যবসা করে, তারা এই অতিরিক্ত শুল্ক বহন করতে না পেরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

বিএসএফের মারে গুরুতর জখম যুবক আশাবাড়ি সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। *সীমান্তবর্তী আশাবাড়ি এলাকায় আবারও বিএসএফের তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার রাতে ২২ বছরের এক যুবককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে ওই যুবক আগরতলার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ঘটনাটি ঘটেছে কলমচৌড়া থানাধীন আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।*

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত যুবক তুষার মিঞা (২২) পেশায় একজন দর্জি। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও দোকান বন্ধ করে রহিমপুর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় ৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের কয়েকজন জওয়ান হঠাৎই তার উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। কোনো কারণ ছাড়াই শুরু হয় নির্মম প্রহার। পরবর্তীতে তাকে টেনে-হিঁচড়ে সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের কাছে নিয়ে গিয়ে আবারো অমানবিকভাবে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তুষার।

তার আর্তচিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সীমান্তে প্রায়ই সাধারণ মানুষ বিনা কারণে বিএসএফের অত্যাচারের শিকার হন। এদিনও কোনো দোষ ছাড়াই একজন যুবককে এভাবে পেটানো হলো কেন, তার উত্তর নেই কারও কাছে। ঘটনার খবর পেয়ে আশাবাড়ি পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেন। প্রথমে তাকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শ্যাম দেববর্মা তার শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে তড়িঘড়ি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে রেফার করেন। চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে, তুষারের শরীরের একাধিক স্থানে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, বিশেষত হাত ও কোমরের পেছনে মারাত্মক চোট লেগেছে।

এই ঘটনার জেরে আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বারবার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এখন পর্যন্ত ডাই-ইন-হারনেস সহ

২০,০৩৬ জনকে চাকরি দিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসকদের জন্ম হয়েছে অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য। সাধারণ মানুষকে সঠিক পরিষেবা প্রদানের উপর ডাক্তারদের সম্মান নির্ভর করে। স্বচ্ছতার সঙ্গে এখন পর্যন্ত ডাই ইন হারনেস সহ ২০,০৩৬ জনকে সরকারি চাকরি দিয়েছে সরকার। শূন্যপদগুলি খুব সহসাই পূরণের চেষ্টা করছে সরকার।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে জিডিএমও (জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার) এবং লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে অফার বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

আর মাত্র ২ দিন

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা দুর্গাপুজো উপলক্ষে সকলকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের কথা বলা হয়। কিন্তু একজন ডাক্তার তৈরি হতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। কারণ ডাক্তার রেডিমেড পাওয়া যায় না। তারপর তাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই চাকরির অফার ও নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়। আমরা এরআগেও অনেক চাকরি দিয়েছে। আমাদের সরকার চাইছে যতগুলি শূন্যপদ রয়েছে সেগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূরণ করার। আজ ২১৪ জিডিএমও এর অফার বন্টন করা হচ্ছে। এরমধ্যে ১৪২ জন পুরুষ ও ৭২ জন মহিলা। যাদের কারণে আজ তারা ডাক্তার হতে পেরেছেন, মা-বাবা, ভাই-বোন, অভিভাবকদের কথা মনে রাখতে হবে তাদের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ লাইব্রেরিয়ান (১২টি) পদেও অফার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে লাইব্রেরিয়ানের স্বল্পতা ছিল। কারণ লাইব্রেরিয়ান ছাড়া কোন স্কুল চলে না। লাইব্রেরি একটা আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে গিয়ে বই পড়ে। এরমধ্যে অনেকে বই কিনতে পারে না কিংবা এত বই কেনাও সম্ভব নয়। আর এখন ই- লাইব্রেরি, ডিজিটাল লাইব্রেরি হয়ে গেছে। পড়াশুনা করার মতো একটা পরিবেশ লাইব্রেরিতে থাকে। এক্ষেত্রে লাইব্রেরি সম্পর্কে বিশেষ ভূমিকা থাকে লাইব্রেরিয়ানদের। বইপত্র তাদের নখদর্পনে থাকতে হবে। শিক্ষকদের থেকে লাইব্রেরিয়ানদের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পূজায় রেশনে সুজি, ময়দা ও চিনি বিনামূল্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। শারদোৎসব-২০২৫ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উদ্যোগে গত বছরের ন্যায় এবছরও রাজ্যের ৯.৯০ লক্ষ রেশন কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে গনবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ উৎসব বরাদ্দ হিসাবে সুজি, ময়দা ও চিনি বিনামূল্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ শারদোৎসবের দিনগুলিতে রাজ্যের জনগণের কাছে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে সামান্য শারদীয় উপহার পৌঁছে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস বলে জানানো হয়েছে। এবছর এই কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ৪৯৬ মেট্রিক টন সুজি, ১৯৮২ মেট্রিক টন ময়দা এবং ৯৯০ মেট্রিক টন চিনি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এজন্য মোট আনুমানিক ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকা যা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করা হবে। প্রত্যেক রেশন কার্ডধারী পরিবার ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে অক্টোবর, ২০২৫ মাসব্যাপী এসকল খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন বলে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

বাদল শীল হত্যা মামলায়

অভিযুক্তদের জামিন বাতিল হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। ২০২৪ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে হামলার শিকার হয়ে নিহত বাম নেতা বাদল শীল হত্যা মামলায় উচ্চ আদালত জামিন বাতিল করেছেন। মৃতের কন্যা পল্লবী শীলের আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিত নির্দেশ দিয়েছেন, জামিনে থাকা ৬ অভিযুক্তকে ৭ অক্টোবরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এরপর জেল হাজতবাস করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাদল শীলকে প্রকাশ্যে দুষ্কৃতিরা নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এই ঘটনার পর থেকে এই মামলাটি দীর্ঘ সময় আদালতের বিচার কার্যক্রমে ছিল। উচ্চ আদালতের এই রায়ে মামলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি, বিচারপ্রত্যাশীদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

ত্রিপুরা এবার অর্গানিক মাশরুম উৎপাদনে আত্মনির্ভর হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর রাজ্যকে মাশরুম উৎপাদনে আত্মনির্ভর করতে উদ্যোগী হয়েছে এবং তা জৈব চাষের মাধ্যমে শুরু করা হবে। আজ নগিছড়ার উদ্যানপালন গবেষণা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত প্রথম জৈব মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধনকালে একথা জানান কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি কর্মশালায় রাজ্যের ৫৩টি এফপিসি অংশ নেয়।

মন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে মাত্র ৪টি এফপিসি ছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩-এ। তিনি বলেন মাশরুম কেবল খাবার নয়, এটি একটি সুপারফুডভিটামিন ডি, আয়রনসহ বহু পুষ্টিগুণ এতে রয়েছে। বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে মাশরুম চাষ সর্বাধিক হয়। এটি এক নীরব বিপ্লব। দুধ, চাল, মাছ ও ডিমে আমরা আত্মনির্ভর হয়েছি, কিন্তু মাশরুমে এখনও পিছিয়ে আছি। এবার জৈব পদ্ধতিতে মাশরুম চাষ শুরু হবে। বর্তমানে রাজ্যে ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে অর্গানিক ফসল ফলানো হচ্ছে, সেখানেই এফপিসির সহায়তায় মাশরুম চাষ যুক্ত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষি এলাইড, পর্যটন , বন এবং বিদ্যুৎ এই চারটি খাতের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কমলচৌড়ায় গাড়ি চালক আক্রান্ত প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। দুষ্কৃতির দ্বারা কলম চৌড়া থানার গাড়িচালক আক্রান্ত, তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। কলমচৌড়া থানার এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ১১টায় দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন গাড়িচালক মামন মিয়া। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই হামলার ঘটনায় একটি মামলা দায়ের এবং অভিযুক্ত গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা যায়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ১১.৩০ মিনিটের সময় কলমচৌড়া থানার নাকের ডগায় সৌমজিৎ-এর দোকানের সামনে আনোয়ার হোসেন (৩৬) নামে এক যুবক মামন মিয়াকে আক্রমণ করে। মামন মিয়াকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কিল, ঘুসি ও লাথি মারা হয়। হামলাকারী শারীরিকভাবে তাকে আহত করার পাশাপাশি প্রাণহানির চেষ্টা করেন। স্থানীয়রা কলমচৌড়া থানায় খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মামন মিয়াকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি দেখে তাকে আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মামন মিয়া। পুলিশের নজরে এসেছে যে, গত রাতে মামন মিয়া গাড়ি নিয়ে টহল দেওয়ার সময় আনোয়ার হোসেনের পাচার বাণিজ্যের করিডোরে বাধা দিয়েছিলেন, যা সম্ভবত হামলার মূল কারণ।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ রাতেই আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে। মামলার নম্বর ২০২৫/কে এল সি ০৬৮, ইউ/এস ১১৭(২), ১০৯(১) অফ বিএনএস ২০২৩। তদন্তের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন অরূপ দেববর্মা। আজ সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

নারী পাচারকে কেন্দ্র করে সিধাইয়ে যুবককে প্রাণে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। নারী পাচার কাণ্ডকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো সিধাই মোহনপুরের সাতডুবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রাণে মারার চেষ্টার ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দীপক শীল নামে এক যুবক। বর্তমানে তিনি আগরতলার জিবি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির মহিলা মেম্বার উজ্জ্বলা শীলসহ আরও তিনজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে সাতডুবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নারী পাচারের ঘটনা সামনে আসে। গ্রামবাসীরা মিলে হাতেনাতে কয়েকজন বাংলাদেশি নারীকে আটক করেন। সেই সময় পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত মোহনলাল সূত্রধর, গৌরজিত সূত্রধর ও ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন স্থানীয় যুবক দীপক শীল।

অভিযোগ, এর জেরেই বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপি নেতা মোহনলাল সূত্রধর ও তাঁর সঙ্গীরা দীপক শীলের উপর চড়াও হয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা চালায়। দীপকের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে গেলে বিজেপি মেম্বার উজ্জ্বলা শীল তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। সেই সময় তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নেশা কারবারি ও নারী পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার পরও মোহনলাল সূত্রধর এবং গৌরজিত সূত্রধর এখনও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এ বছর ১০ শতাংশ বেড়ে ২৯৬৫টি দুর্গাপূজা

নিরাপত্তার দায়িত্বে ৭৭৫০ জন ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। শারদোৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুত রয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধানকর।

সামনেই বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। তাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছে রাজ্য প্রশাসন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শারদ উৎসবের সময়ে রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির চিত্র নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধানকর।

তিনি জানান, গোটা রাজ্যে নির্বিঘ্নে শারদ উৎসব সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা

হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে জেলা পুলিশ, ট্রাফিক ইউনিট, টিএসআর বাহিনী এবং মহিলা পুলিশ। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর আরো বেশি মাত্রায় প্রশাসনিক আধিকারিককে শারদ উৎসবের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। পুলিশ মহানির্দেশক জানান, এবছর প্রায় ২৯৬৫ টি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছে গোটা রাজ্যে। গতবছর ২৭৫০ টি পূজা মন্ডপের আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্যব্যাপী। অর্থাৎ এবছর প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে পূজা আয়োজক এর সংখ্যা। শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সব ধরনের জরুরী পরিষেবাকে তৈরি রাখা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস, পি ডব্লিউ ডি, বিদ্যুৎ দপ্তর, টেলিফোন বিভাগ, পুলিশ স্টেশন সহ শব্দ দূষণের জন্য এসডিপিও থেকে বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক ক্লাব তথা পুজো উদ্যোক্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ৭৫ ডেসিবেলের উপরে কোথাও সাউন্ড বক্স বাজানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত বাহিনী নিয়োগ করা হচ্ছে। শনিবার থেকেই তারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধানের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ কৃষক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ সেপ্টেম্বর।। পুজোর প্রাক্কালে ধান বিক্রির টাকা না পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এক কৃষক পরিবার। ক্ষুব্ধ কৃষক তথা শিক্ষা দফতরের কর্মচারী সেবব্রত দেববর্মা প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছেন বিশালগড় ফুড ইন্সপেক্টর নয়ন দাসের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করার পরও এখনও পর্যন্ত একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়নি। ফলে কৃষক পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। দুর্গাপূজা শুরু হতে হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি থাকলেও পরিবার-পরিজনের জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা থেকে শুরু করে সংসার প্রতিপালনে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের।

সেবব্রত দেববর্মা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৭ সেপ্টেম্বর,২০২৫ইং
১০ আশ্বিন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিদ্যাসাগর আজও অবিস্মরণীয়

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু তাহার জন্য বস্তুবিশ্বের অনেককিছুই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আধারে সময়ের অপরিমেয় ভূমিকা আপনাতেই অধীর আগ্রহ ও আস্থায় ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। এজন্য তাহাতে গরমিল হইলে আবারও তাহার প্রতীক্ষার প্রস্তুতি চলে, আস্থায় প্রহর গোনে। 'একদিন চিনিয়া নিবে তাহারে' থেকে 'সময়ই শেষ কথা বলিবে'র মধ্যে তাহার সুদৃঢ় প্রত্যয় ভর করে। আবার সব সময় যে তাহা প্রত্যাশা পূরণ করে, তাহাও নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রাপ্তিতে 'চেনা'র মধ্যে 'শেষ কথা'র পরিচয় স্পষ্ট নয়, প্রত্যাশা পূরণ তো দূর অস্ত। সময়ের মূল্যায়নে আস্থা ও প্রতীক্ষাই সেখানেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে চলিয়া আসে। অবশ্য সবকিছুর মূল্য যে নির্ধারণ করা যায় না, সময়ই সেই অমূল্যকেই চিনাইয়া দেয় যাহা আমরা সহজ ভাবে মানিয়া নিতে পারি না। এই না-মানিবার আধারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার দুশো বছর পূর্তিতে বাঙালিসমাজমানসে যেভাবে প্রত্যাশার মেঘ তৈরি হইয়াছিল, তাহা তাহার ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতেই আশাহত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মতো অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব জীবিতকালেই বাঙালি জনমানসে যে কিংবদন্তি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ব্যাপক জনসমাদরের আধারে সেই প্রত্যাশা সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। সমকালীন পরিসরের তীব্র বিরোধিতাই মৃত্যর উত্তরকালের অবকাশে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইলেই তাহা সহজেই অনুমেয়। সেদিক থেকে উনিশ শতকের আধুনিক পরিসরে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোতে বাঙালির সমাজমানসে যেভাবে উৎকর্ষমূলক বিস্তৃতি আসিয়াছিল, তাহাতে বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব শ্রদ্ধা ও সমাদরে সর্বব্যাপী ঈশ্বরপ্রতিম বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে 'বিদ্যাসাগর'-এ বিপুল জনপ্রিয়তা জীবিতকালেই মিলিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বনামের প্রয়োজনহীনতাতেই প্রতীয়মান। অন্যদিকে তাঁহার সমকালে তাঁহার মতো বাঙালির ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িবার নিদর্শনও আর কাহারও নাই। অতিদ্রুততার সঙ্গে তিনি কিংবদন্তি চরিত্র হইয়া উঠিচয়াছিলেন। সাধারণ্যে বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি আজও মানুষের মুখে মুখে ফিরে। বিদ্যাসাগর নামেই তাঁহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ উঠিয়া আসে। সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁহার দুশো বছরে পূর্তিতেও বাঙালির মানসলোকে অদ্বিতীয় সত্তায় আলোড়িত হইয়া ওঠেনি, তাঁহার অমানুষিক ভূমিকা লাভ করেনি যথার্থ জনসমাদর ও শ্রদ্ধা, সুশিক্ষিত বনেদি সুধীসমাজেও অদ্ভুত নীরবতা সেখানে! অন্য পাঁচজন কৃতী বাঙালির স্মরণের ন্যায় বিদ্যাসাগরের প্রতি সাময়িক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিস্ময়কর ভাবেই সমান সচল। অথচ তাহা অস্বাভাবিক মনে

হইলেও স্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত হইলেও বিস্ময়কর নয়।আসলে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের আধারে জনপ্রিয় চরিত্রপ্রকৃতি তাঁহার জীবিতকালেই অনন্যসাধারণ বিভূতি লাভ করিয়াছিল। সেখানে তাঁহার বিস্তৃতি যেভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বিদ্বৎসমাজের সমাদর লাভে তাহা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেনি। তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ধর্ম-সমাজ-গোষ্ঠীতে আচ্ছন্ন রক্ষণশীল বনাম প্রগতিশীল দ্বন্দ্বমুখর জনমানসে বিতর্কের আধারে সক্রিয় ছিল আজীবন। সেখানে তিনি কোনো পন্থী ছিলেন না, বরং একক প্রবল ব্যক্তিত্বে পথিকৃৎ হইয়া ওঠায় বিতর্কের লক্ষ্যে নানাভাবেই আক্রমণের শিকার

হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ সেখানে তাঁহার হইয়া কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সমাজ প্রত্যক্ষত সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসেনি, দেয়নি সহযোদ্ধার পরোক্ষ সাহারা। তাঁহাকে একক শক্তিতেই ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে বৃহত্তর ঐতিহ্যবাহী জনশক্তির বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছিল। সেদিক থেকে রাজা রামমোহন রায়ের চাইতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্মমুখর জীবন ছিল আরও দুরূহ, আরও বিপদসঙ্কুল এবং রীতিমতো অস্বাভাবিক। আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা(১৮১৫) করিয়া রামমোহন তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরিসরে যেভাবে সতীদাহ প্রথাকে রোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করা ছিল তাহার চাইতে অনেকবেশি কষ্টকল্পনার। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সতীদাহ প্রথা রোধ সময়ান্তরে মানিয়া নিলেও বিধবাবিধবা আজও পরিপূর্ণ ভাবে প্রচলিত হয়নি। সেখানে রামমোহনের সাফল্য যেমন তাঁহাকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছে, বিদ্যাসাগরের সাফল্য প্রচলনের অভাবে শুধু প্রশ্নের সামনেই দাঁড় করায়নি, তাহা নামান্তরে অস্বীকারে সামিল করিয়াছে। আসলে বিধবাবিবাহের মত ও পথ দুটিই ছিল হিন্দুসমাজমানসে অভাবিত, অকল্পিত। সহমরণের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অমানবিকতা ছিল, তাহা দিনের আলোর মতোই জনমানসে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রতি সাধারণ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে সহমর্মিতার অবকাশ তো ছিলই। সেই সঙ্গে নবজাগরিত আধুনিকতায় মানবমুখী চেতনার আলোয় সংস্কারান্ধ হিন্দুসমাজের নির্মম বর্বর সতীদাহ প্রথার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে বিরূপ মানসিকতাও জুড়িয়া গিয়াছিল। সেদিক থেকে তাহার প্রতিরোধে রামমোহনের উদ্যোগে সেই সংস্কারের বিরূপতায় মানবিক সহানুভূতির নিবিড় যোগও সক্রিয় ছিল। অন্যদিকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনও পাইয়াছিলেন রামমোহন রায়। এদেশে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর সরকারি ভাবে সতীদাহ রোধ হইলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যাহাতে সেই বিল পাশ হইয়া স্থায়িত্ব লাভ না করে সে-বিষয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তৎপরতার বিরুদ্ধে রামমোহনের বিলেত যাত্রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর অর্থ দিয়ে পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দুধর্মের কুসংস্কার দূর করিবার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের সবিশেষ ভূমিকা বর্তমান। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তনেও তাহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আজ বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে তাহার প্রতি রইল সহস্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নতুন ড্রেস বিতরণ কর্মসূচি, বিলোনিয়ায় আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নতুন ড্রেস বিতরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পিএম শ্রী বিদ্যালয়, বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা তিন প্রকারের ড্রেস নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়গুলোতে ড্রেস বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

আজ বিলোনিয়া পিএম শ্রী জ্ঞানোদয় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে বিদ্যালয় অভিভাবক দিবস উদযাপন ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে দিভ্যঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী এবং চলন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপসহ অন্যান্য গণ্যমান্য অতিথি। উদ্বোধক দীপক দত্ত বলেন, "রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা পরিবর্তনের সুফল বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা ভোগ করছে।" তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। দীপক দত্ত আরও বলেন, "বিদ্যালয়ে শাসন-প্রশাসনের উন্নয়ন হলেও প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি সময় শিক্ষক ও শিক্ষিকার কাছেই কাটায়, তাই তাঁদের শাসন ও পরামর্শ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে পিএম শ্রী জ্ঞানোদয় বিদ্যালয়টিকে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করার জন্য অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়।

১২৬২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার রানাঘাটে পূজিত হচ্ছেন বুড়ো মা

শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবী দুর্গার এই পুজোর সূচনা সেই ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীনত্বের নিরিখে এ পুজো হার মানাতে পারে বাংলার অন্য যে কোনও প্রাচীন পুজোকে।

পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার রানাঘাটের এই দেবী 'বুড়ো মা' নামে পূজিত হন। এই পুজোর সূচনা হয় মাতৃসাধক রামকুমার চক্রবর্তী হাত ধরে। এর পিছনে আছে এক আশ্চর্য স্বপ্নাদেশের কাহিনি।

শোনা যায়, ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে পদব্রজে রাঢ়বঙ্গ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন মাতৃ সাধক রামকুমার চক্রবর্তী। ভ্রমণ শেষে যখন তিনি বাড়ি ফিরছেন, সেদিনের ব্রহ্মডাঙা - আজকের রানাঘাটে এসে দেখলেন প্রকৃতিতে শরৎ কালের আগমনী সুর। জনশ্রুতি, তখনই হঠাৎ একদিন দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান রামকুমার। মাতৃ আরাধনা করার জন্য। দেবী দুর্গার সেই আদেশ মাথায় নিয়ে আশেপাশের পাঁচ বাড়ি থেকে ভিক্ষা করেন তিনি পুজোর আয়োজনের জন্য। সেই ভিক্ষা সম্বল করেই শুরু হয় দেবীর প্রথম পুজো। রামকুমারের কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর পালিতা কন্যার দুই মেয়ের একজনের বিবাহ হয় মুখোপাধ্যায় পরিবারে। সেই পরিবারই এই পুজোর আয়োজন করতে থাকেন পরবর্তী সময়ে। বর্তমান সময়েও মায়ের পুজোর ব্যবস্থা তাঁরাই করেন।

এক সময় নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই দেবীর মাহাত্ম্যের লোকমুখে জানতে পারেন। শোনা যায়, এখানে দেবীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রমাণ পেয়ে তিনি এই পুজোর পৃষ্ঠপোষক করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে এই বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি সৌরভ শর্মা চৌধুরী বলেন, পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি - মায়ের চিন্ময়ী রূপ দেখে অভিভূত হয়ে যান কৃষ্ণচন্দ্র। তখন তিনি নাকি প্রতিমার একটি আঙুল কেটে দেখতে চান সত্যিই মা এখানে বিরাজমান কি না। শোনা যায়, তখন নাকি মাতৃ মূর্তির সেই কাটা আঙুল দিয়েই রক্ত বেরতে থাকে। অবাক কৃষ্ণচন্দ্র। মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং মায়ের পুজো যাতে ভালোভাবে করা যায় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যতদিন বেঁচেছিলেন, মায়ের পুজোর জন্য আর্থিক অনুদান দিতেন তিনি। কৃষ্ণচন্দ্রই পরিবারের সদস্যদের শর্মা চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন।

এখানে দেবীর পুজোর সূচনা হয় উল্টোরথ থেকে। উল্টোরথের দিন পাটে সিঁদুর মাখিয়ে শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণ। চতুর্থীর দিন পাটে ওঠেন সকলের 'বুড়ো মা'। রানাঘাটে প্রথম পাটে ওঠেন বুড়ো মা। চতুর্থীর দিন শর্মা বাড়ির প্রতিমা পাটে উঠলে তবে সর্বত্র ঠাকুর পাটে তোলা হয়। পঞ্চমীতে দেবীকে গয়না পরানো হয়। পঞ্চমীতে মাকে গহনা পরানোর পর ষষ্ঠী থেকে শুরু হয় পুরোদমে পুজো। প্রতিদিনই মায়ের কাছে ভোগ নিবেদিত হয়।

এই পুজোর বিশেষত্ব হলো ধুনো পোড়ানো। মায়ের কৃপায় যাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় - তাঁরা এই ধুনো পোড়ানোয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এই পুজোয় আছে কাদা খেলা।

এ বাড়িতে একটি প্রাচীন পারিবারিক পুঁথি মেনে দেবীর আরাধনা করা হয়। এই তালপাতার পুঁথিটি বহু পুরনো। এই পুঁথিটির প্রসঙ্গে এই পরিবারের প্রবীণ সদস্য শম্ভুনাথ শর্মা চৌধুরী জানান, এই পুঁথিটির বয়স খুব কম করে ৩৫০ বছর বা তার বেশি। তবে এটি একটি মূল পুঁথির অনুলিপি। সেই মূল পুঁথিটি অবশ্য এখন নেই। নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুরাণ গবেষক ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই পুঁথিটি যে যথেষ্ট পুরনো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পুঁথিটি দেখলেই তা বোঝা যায়। তবে মূল পুঁথিটি পাওয়া গেলে ভালো হতো। কারণ তার লিপি নিশ্চিতভাবে মধ্যযুগের বাংলা লিপির নমুনা হিসেবে গ্রাহ্য হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শর্মা চৌধুরী বাড়ির পুজো সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই মায়ের এই পুজোয় অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে। দেশ-বিদেশ থেকেও আসেন ভক্তরা। ভক্তদের বিশ্বাস - 'বুড়ো মা'- প্রতিমুহূর্তে পূর্ণ করেন মনের কামনা।

মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি

ডঃ এস. সোমনাথ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারতের মহাকাশ যাত্রা একের পর এক দর্শনীয় অভিযানের বাইরেও বিকশিত হয়েছে। এটি একটি জাতীয় স্পন্দন এবং প্রতিদিনের অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সালের আগস্টে যখন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে ধরেছিলেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলেন, তখন এটি প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের মুহূর্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রী এটিকে 'অমৃত কালের একটি সংজ্ঞায়িত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং অনেকের কাছে সেই মুহূর্তটি মনে হয়েছিল যেন ভারতের আরোহণ তাদের নিজস্ব হৃদস্পন্দনের অংশ। এটি কেবল বিজ্ঞান ছিল না - এটি ছিল দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচয় পুনর্গঠন করা। ২০২৩ সালের ২৩শে আগস্ট, যখন চন্দ্রযান-৩ ভারতকে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের প্রথম একটি দেশ করে তুলেছিল, তখন একই চেতনা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। শিবশক্তি বিন্দুতে মোদী ঘোষণা করেছিলেন, 'ভারত এখন চাঁদে'। এই কথাগুলি শ্রেণিকক্ষ, গ্রাম এবং বসার ঘরে উভয়ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের চন্দ্র কর্মসূচি সত্যিই অসাধারণ: চন্দ্রযান-১ (২০০৮) জলের অণুর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিল; চন্দ্রযান-২ (২০১৯) উচ্চ নির্ভুলতার সাথে চাঁদের মানচিত্র তৈরি করেছে এবং চন্দ্রযান-৩ (২০২৩) এর জন্য স্থল প্রস্তুত করেছে, যা দক্ষিণ মেরুর কাছে বিশ্বের প্রথম কোমল অবতরণের সাফল্য অর্জন করেছে। বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রপৃষ্ঠ অন্বেষণ করার সাথে সাথে, শিশুরা নোটবুকে চন্দ্রের দৃশ্য আঁকতে শুরু করেছিল, গবেষকরা সত্যতা অনুভব করছিলেন এবং নাগরিকরা দেখেছিলেন যে মহাকাশে ভারতের গল্প তাদের নিজস্ব ভবিষ্যতও।

মহাকাশে ভারতও বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠেছে। ভারতীয় রকেটের মাধ্যমে ৪০০ টিরও বেশি বিদেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে, ভারত মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য প্রথম এশিয়ান দেশ এবং বিশ্বের চতুর্থ দেশ হয়ে ওঠে, তাও প্রথম প্রচেষ্টায়, মঙ্গল অরবিটার মিশন (মঙ্গলযান) এর মাধ্যমে। বহু-প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে নির্মিত আদিত্য-এল১ মিশন (২০২৩), সূর্যের করোনা এবং মহাকাশ আবহাওয়ার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে অভূতপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করছে। এক্সপোস্যাট (২০২৪) কৃষ্ণগহ্বর অধ্যয়ন করছে, অন্যদিকে স্প্যাডেক্স (২০২৪) ভবিষ্যতের মহাকাশ স্টেশন এবং চন্দ্র অভিযানের জন্য কক্ষপথে ডকিং প্রদর্শন করেছে। অমৃত কালের জন্য নতুন মহাকাশ দৃষ্টিভঙ্গি এই মাইলফলকগুলি ২০১৪ সাল থেকে মোদী যে বৃহত্তর গল্পটি রচনা করছেন - নীতি, সংস্কৃতি এবং আকাঙ্ক্ষা পুনর্গঠন- তারই অংশ। তাঁর রোডম্যাপ সাহসী: মানব মহাকাশযানের জন্য গগনযান কর্মসূচির ধারাবাহিকতা, গভীর চন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য চন্দ্রযান-৪ এবং ৫, একটি নিবেদিত শুক্র অভিযান, ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন (বেস) এবং ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে ভারতীয় মানুষের অবতরণ। এগুলি দূরের স্বপ্ন নয় বরং জাতীয় লক্ষ্য, অমৃত কালের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতের মিশনের জন্য ৪০-৫০ জন প্রশিক্ষিত মহাকাশচারীর একটি দল তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৫ সালের জাতীয় মহাকাশ দিবসে, তিনি তরুণ নাগরিকদের ভারতের মানব মহাকাশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিজেদের দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০, ০০০ কোটি টাকারও বেশি অনুমোদিত ব্যয়ের গগনযান, ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর চারজন পরীক্ষামূলক পাইলট প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, এবং ক্রুবিহীন এবং ক্রুবিহীন বিমানের একটি সিরিজ ভারতের প্রথম আদিবাসী মানব মহাকাশ অভিযানের মাধ্যমে শেষ হবে, যা বর্তমানে ২০২৭ সালের জন্য লক্ষ্য করা হচ্ছে।

প্রয়োগ, অনুসন্ধান এবং তহবিল

মহাকাশ প্রযুক্তি আজ শাসনব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনের কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপগ্রহগুলি দুর্যোগের সতর্কতা প্রদান করেছে, জেলেদের পথ দেখাচ্ছে, ফসলের ফলন এবং বীমা দাবি মূল্যায়ন করছে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে এবং পিএম গতি শক্তি কর্মসূচির ভূ-স্থানিক মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করেছে। মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, মহাকাশ আর কোনও দূরবর্তী বিলাসিতা নয় বরং একটি গণতান্ত্রিক উপযোগিতা - প্রতিটি নাগরিকের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য। একই সময়ে, মহাকাশ অনুসন্ধান স্টেম শিক্ষা, উন্নত গবেষণা এবং কর্মশক্তি উন্নয়নকে জ্বালানি দেয়। মহাকাশ অভিযানের স্বায়ত্তশাসন, রোবোটিক্স, মহাকাশে উৎপাদন, নজরদারি এবং আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত প্রযুক্তিগুলি বিকশিত হচ্ছে, যা নিশ্চিত করে যে ভারত এই কৌশলগত সীমান্তে নেতৃত্ব ধরে রেখেছে।

ভারতের মহাকাশ খাতের রূপান্তর ইচ্ছাকৃত এবং উচ্চাভিলাষী। মোদী বেসরকারি খেলোয়াড়দের জন্য ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ৩৫০ টিরও বেশি স্টার্টআপের একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম তৈরি করেছেন যারা স্যাটেলাইট, উৎক্ষেপণ যান এবং স্থল ব্যবস্থা তৈরি করছেন। মহাকাশ বাজেট প্রায় তিনগুণ বেড়েছে - ২০১৩-১৪ সালে ৫,৬১৫ কোটি টাকা থেকে ২০২৫-২৬ সালে ১৩, ৪১৬ কোটি টাকায়, যা ব্যবহারকারীর তহবিলে প্রায় ৫, ০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের মহাকাশ অর্থনীতি, যার বর্তমানে মূল্য ৮ বিলিয়ন ডলার, আগামী বছরগুলিতে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এই খাতকে ঘিরে কর্মসংস্থান, শিল্প এবং উদ্ভাবন তৈরি করবে। পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা প্রধানমন্ত্রী আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পাঁচটি মহাকাশ ইউনিকর্ন সরবরাহ করার এবং বার্ষিক উৎক্ষেপণের পরিমাণ প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে প্রতি বছর পঞ্চাশ করার জন্য ইকোসিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ভারত সেমি-ক্রায়োজেনিক্স, বৈদ্যুতিক চালনা, কোয়ান্টাম যোগাযোগ এবং কক্ষপথে পরিষেবা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগুলিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

যুবসমাজ এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু। এই বছর ভারতে আয়োজিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ৬০টিরও বেশি দেশ থেকে প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা পদক জিতেছিলেন। ইসরো রোবোটিক্স চ্যালেঞ্জ এবং ইন্ডিয়ান স্পেস হ্যাকাথনের মতো উদ্যোগগুলি স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের রোভার, উপগ্রহ এবং রকেটের সাথে সরাসরি যোগাযোগে নিয়ে আসছে, যার ফলে আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে যে আগামীকালের ল্যাব এবং লঞ্চপ্যাড তাদের দাবি। নীতিগত স্তরে, জাতীয় মহাকাশ দিবসের ঠিক আগে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন ২.০ ৩০০ জন ব্যবহারকারীর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ৫,০০০ পৃষ্ঠার ডকুমেন্টেশন তৈরি করেছে। এই ১৫ বছরের রোডম্যাপটি প্রতিটি মিশনকে বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সারিবদ্ধ করেছে। বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব মোদী ধারাবাহিকভাবে মহাকাশকে একটি বিশ্বব্যাপী সাধারণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন, যেখানে ভারতের নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া অগ্রগতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট প্রতিবেশীদের যোগাযোগ ক্ষমতা প্রদান করেছে, অন্যদিকে জি২০-তে ভারত জলবায়ু ও পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের জন্য একটি 'জি২০ স্যাটেলাইট' এর কথা ঘোষণা করেছে যা সমস্ত দেশের সাথে তথ্য ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

নাসা-র সাথে এনআইএসএআর, সিএনইএস-এর সাথে তৃষ্ণা, জেএএক্সএ- এর সাথে এলইউপিইএক্স এবং ইএসএ-এর প্রোভা-৩-এ ভারতের অংশগ্রহণের মতো সহযোগিতামূলক মিশনগুলি বসুধৈব কুটুম্বকমের নীতি দ্বারা পরিচালিত একটি বিশ্বব্যাপী অংশীদার হিসেবে ভারতের উত্থানেরই নিদর্শন।

জনগণের মহাকাশ যাত্রা

মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ যাত্রা রকেট এবং উপগ্রহের চেয়েও বেশি কিছু: এটি এমন একটি দেশের সম্পর্কে যা নিজেকে দেখার নতুন উপায় আবিষ্কার করে। আইএসএস-এ শুভাংশু শুক্লার অভিবাদন, চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণ, ছোট শহর থেকে ৩৫০টি স্টার্টআপ মহাকাশ ব্যবস্থা ডিজাইন করা, অলিম্পিয়াডে প্রতিযোগিতা করা তরুণ শিক্ষার্থী এবং নীরবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং নাগরিক সেবা প্রদানকারী উপগ্রহ - এই সব একই গল্পের অংশ। এই অমৃত কাল-এ, ভারত কেবল মহাকাশ যুগে অংশগ্রহণ করছে না - বরং এটিকে রূপ দিচ্ছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারত তারার দিকে তাকিয়ে আছে জেনে যে দিগন্ত আমাদেরও।

(ডঃ এস. সোমনাথ হলেন মহাকাশ বিভাগের প্রাক্তন সচিব এবং ইসরো-র চেয়ারম্যান। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত এবং মতামত ব্যক্তিগত।)

শিউলিঝরা শরতের সকাল

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে না বলে বাংলা ক্যালেন্ডারের ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। তাই বাংলা মাসের পালাবদল এখন অনেকেই হয়তো খেয়ালই করে না। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা না দেখেই কিছু কিছু ঋতুর আগমন বেশ টের পাওয়া যায়। এই যেমন শরৎ ঋতু। এ সময় আকাশ থাকবে গাঢ় নীল। আর তার ওপর ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনের মতো ছড়ানো ছিটানো হাসিখুশি ধবধবে সাদা মেঘ। এ ঋতুতেই দিকে দিকে ফুটবে মেঘের মতো সাদা কাশফুল আর শিউলি। তবে এ দুইয়ের মধ্যে শিউলিকেই বলা হয় শরতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ফুল। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্য সব ফুলও অবশ্য এ সময় থাকে, কিন্তু শরতের সেরা শিউলি। এ ফুলের আরেক নাম শেফালি। শিউলির কোমল সাদা পাঁচটি পাপড়ির সঙ্গে বোঁটার রং লালচে হলুদ। দুর্দান্ত ও দুর্লভ তার যুগল সৌন্দর্য। পাপড়িও একটু পুরু এবং তার কোমলতা চোখে পড়ার মতো। এ রকম ফুল ভূ-বাংলায় আর নেই। আর সুগন্ধও তেমনি স্নিগ্ধ ও মনকাড়া। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ ফুলটি সন্ধ্যায় ফোটে, সূর্য ওঠার আগে ঝরে পড়ে গাছতলায়। কেন?

এর উত্তর হিসেবে শিউলি সম্পর্কে ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণে আছে এক কিংবদন্তি। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ভৌগোলিকভাবে ভারত উপমহাদেশ আর গ্রিস পৃথিবীর দুই প্রান্তে অবস্থিত হলেও এ দুটি কাহিনিই প্রায় একই রকম। এটি কী করে হলো বলা খুব কঠিন। যাহোক, বাংলা-ভারতীয় কাহিনিটি হলো: পারিজাত নামে নাগরাজের এক কন্যা ছিলেন। নাম তাঁর পারিজাতক। তাঁকে খুব ভালোবাসতেন সূর্যদেব। তবে পরে সূর্যদেব অন্য এক নারীর ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। এরপর পারিজাতককে ত্যাগ করেন সূর্যদেব। এই দুঃখ ও অভিমানে দেহত্যাগ করেন পারিজাতক। প্রাণত্যাগের ঘটনার জায়গায় তখন জন্ম নিল একটি গাছ। কিছুদিন পর তাতে ফুটল পবিত্র সাদা রঙের ফুল। কিন্তু বোঁটায় রইল ভালোবাসার লালচে হলুদ দুর্লভ রং। তবে রাজকন্যা মরে গাছ হয়েও ভোলেননি তাঁর বিগত দিনের দুঃখের কথা। ভোলেননি সূর্যের প্রতি তাঁর অভিমানের কথা। তাই সকালে সূর্য ওঠার আগে ঝরে পড়ে যায় শিউলি।

শিউলির বৈজ্ঞানিক নাম Nyctanthes arbortristis L., পরিবার হলো ঙষবধপবধব। এ নামের প্রথমাংশ বা নিকটেনথাস গ্রিক শব্দ, যার অর্থ রাতের ফুল। আর আরবট্রিসটিস অর্থ বিষাদিনী তরু। এ নামকরণের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক উপকথাটি জড়িয়ে আছে। উপকথাটি এই, এক রাজকন্যে। অসাধারণ তাঁর রূপ-লাবণ্য। ভালোবাসলেন উজ্জ্বল দীপ্তিমান সূর্যদেবতাকে। সূর্যের প্রেমে রাজকন্যে মাতোয়ারা। কিন্তু এমন একাগ্র প্রণয়িনীকে সূর্য ত্যাগ করলেন। বঞ্চিত-লাঞ্ছিত রাজকন্যে অপমানে আত্মহত্যা করলেন একদিন। অভিমানী রাজকন্যের চিতার ছাই থেকে শেষে জন্ম নিল একটি গাছ। গাছের শাখায় শাখায় হতভাগিনী রাজকন্যের সব দুঃখ ফুটল ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে। তাঁর আশ্চর্য হৃদয়ের সব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হলো বর্ণে- গন্ধে- লাবণ্যে- সুষমায়। কিন্তু ফুটল রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে। কারণ, সূর্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা, প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। সূর্য পুব আকাশে দেখা দিতে না দিতে ঝরে পড়ল সেই ফুল। ঘৃণা ও লজ্জায় মুখ ঢাকেন মা ধরণির কোলে। ভারতীয় আর গ্রিক কাহিনির এমন মিল হলো কী করে! অনেকে বলেন শিউলি এসেছে বিদেশ থেকে। অথচ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬ অব্দে জন্ম নেওয়া কবি কালিদাসের কাব্যে শিউলির কথা আছে। শুধু তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে শিউলি। কবিতা- গানেও শিউলির আছে বিশেষ স্থান। এ ফুল নিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল লিখে গেছেন। গানে বেঁধেছেন। চিত্রশিল্পীরাও ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শিউলিকে। রবীন্দ্রনাথের শরৎ ঋতু পর্যায়ের একটি গানের পঙক্তি 'ওলো শেফালি, ওলো শেফালি, আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।। তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে শ্যামল পাতার থরে থরে আখর রুপালি।।' আর নজরুল গেয়েছেন, 'তোমারি অশ্রু- জলে শিউলি- তলে সিক্ত শরতে, হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি।'

শিউলি মাঝারি আকারের গাছ। ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু হয়। বাঁচে ৪০ থেকে ৫০ বছর। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল জমলে বা বানে ডুবলে মরে যায়। অল্প জায়গায়, দেয়ালের পাশে ভালো জন্মে। একটি শিউলিগাছ না থাকলে বাগান অপূর্ণ থাকে। সবুজ ঘাসের ওপর ঝরা শিউলি খুব সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করে। শরতের ভোরে বড়দের দেখাদেখি শিশুরাও শিউলি কুড়োতে খুবই উৎসাহী। শিউলি কুড়ানো ছোটদের জন্য খুব আনন্দের। পায়েস ও মিষ্টান্নে শিউলির বোঁটার রং ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে চিনের বৌদ্ধভিক্ষুরা এই রং দিয়ে তাঁদের চীবর (কাপড়) রাঙাতেন।

তোমরা হয়তো লক্ষ করোনি, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ঢাকায় শিউলি ফুটেছিল আষাঢ়ের শেষ দিনগুলোতে। এ ঘটনা বিরল। কিন্তু প্রকৃতিতে এ রকম ঘটে। এ বছরও শ্রাবণে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে শিউলি ফুটেছিল। এটিও মনে রাখার বিষয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে এ রকম এক গাছ ছিল। সেটি বছর দশেক আগে মরে যায়।

শিউলির তেতো রস স্বভাবতই অরুচিকর আর অপছন্দের। কিন্তু এ তেতো গুণে ভরপুর। শিউলির পাতা, ছাল, বীজ কবিরাজি ওষুধে খুব মূল্যবান। এগুলো আমবাত, পুরোনো জ্বর, মাথার খুশকি, পিত্ত ও কফরোগে উপকারী। আবার মেদ বাড়লে, কৃমিতে, গলা বসে গেলে, দাহরোগে, মূর্ছায়, খাদ্যে বিষক্রিয়ায়, পিপাসা রোগে, সাইটিকায় শিউলি ভালো ওষুধ। বোঝাই যাচ্ছে, রাজকন্যে আত্মত্যাগ করেও মানুষের উপকার করতে ভোলেননি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নলছর আর.ডি. ব্লকে মেগা জনসুরক্ষা ক্যাম্প সামাজিক সুরক্ষার পথে এক অনন্য পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: নলছর আর.ডি. ব্লকের কমিউনিটি হলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক মেগা জনসুরক্ষা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত, উচ্চ শিক্ষা ও জি.এ. (রাজনৈতিক) দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কিশোর বর্মন, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রী বিবু প্রসাদ মহাপাত্র, জিলা সভাধিপতি শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতিথি সংবর্ধনা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও একে একে বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সেপাহিজলা, আরবিআই এর জিএম, এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিংহ তাদের বক্তব্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষা প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা তুলে ধরেন। মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সাধারণ মানুষের কাছে সুরক্ষার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পিএমএসবিওয়াই/পিএমজেজেবিওয়াই প্রকল্পের অধীনে ৫ জন নোমিনিকে ২,০০,০০০ টাকার চেক বিতরণ, যা প্রকল্পগুলির কার্যকর প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানটি শেষ হয় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের দক্ষিণাঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। এরপর চেক বিতরণ, বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন ও সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ক্যাম্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এই মেগা জনসুরক্ষা ক্যাম্প প্রমাণ করলো যে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কেবল একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক জ্ঞান এবং গ্রামীণ অন্তর্ভুক্তির অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকাশক্তি।

পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ সেপ্টেম্বর : শান্তিরবাজার মুকুট অডিটরিয়ামে যথাযথ মর্য্যাদার সহিত পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। শান্তিরবাজার পুরপরিষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শান্তিরবাজার মুকুট অডিরয়িামে যথাযথ মর্য্যাদারসহিত পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করলেন শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং।উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তি বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার মহকুমাশাসক সঞ্জীব চাকমা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক, শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতিদপ্তরের আধিকারিক অনুপম পাল, বগাফাব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণবতী রিয়াং, শান্তির বাজার পুরপরিষদের কাউন্সিলার নেপাল চন্দ্র দাস,ছায়া দাস সহ অন্যান্যারা। অনুষ্ঠানে স্বাগতভাষন রাখেন শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক অনুপম পাল।

আজকের দিনের অনুষ্ঠানের গুরত্ব ও পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিসম্পর্কে সকলের সামনে কিছু তথ্য উপস্থাপন করেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে অনুষ্ঠানমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠীত করা হয়। অপরদিকে এই অনুষ্ঠান শেষে শান্তির বাজার মুকুট অডিটরিয়ামে আয়োজিত বস্ত্রমেলার শুভ সূচনা করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সারাদিয়ে স্বদেশে উৎপাদিত পন্য নিয়ে শান্তিরবাজার মুকুট অডিটরিয়ামে বস্ত্র ও বিভিন্ন সামগ্রীনিয়ে ষ্টল দেওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য বিদেশী পন্য বর্জন করে স্বদেশী পন্য গ্রহন করা। আজকের এই ষ্টল গুলির ফিতাকেটে শুভ উদ্ভোধন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়াম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা , বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। শান্তিরবাজার মুকুট অঠিটরিয়ামে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে পশ্চিম জেলার সাফাই কর্মীদের হাতে উপহার সামগ্রী প্রদান

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে জেলা কার্যালয়ের সাফাই কর্মীদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে জেলা শাসকসহ অতিরিক্ত জেলা শাসক ও কার্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপহার সামগ্রী প্রদান নয়, এদিন জেলা শাসক নিজে অফিস প্রাঙ্গণে সাফাই কাজে অংশ নেন। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অংশ নেন অন্যান্য কর্মচারীরাও।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্য নির্ভর করছে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। তাই অফিস-আদালত থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিচ্ছন্নতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

বিনামূল্যে ৪২জন কৃষককে মিনি ট্রাক্টর ও ঔষধের স্প্রে মেশিন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের অফিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৪২ জন কৃষককে মিনি ট্রাক্টর ও ঔষধের স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়। কৃষকদের কৃষিতে সুবিধার্থে এবং ফসল দ্বিগুন উৎপাদন করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারের কৃষি দফতরের সহায়তায় সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের অফিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৪২ জন কৃষককে মিনি ট্রাক্টর ও ঔষধের স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন এলাকার বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। উপস্থিত ছিলেন সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির, ধলাই জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা চন্দন দেববর্মা, সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৪২ জন কৃষককে মিনি ট্রাক্টর ও ঔষধের স্প্রে মেশিন তুলে দেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল সহ অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সবার আগে কৃষক ভাইদের উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষক হল আমাদের অন্নদাতা। কৃষক বেঁচে থাকলে আমরাও বেঁচে থাকবো। তার জন্য আমাদের দেশের সন্মানিত প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কৃষি উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের কিভাবে উন্নত শিকড়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাছাড়া, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ধলাই জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা চন্দন দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির।

শারদীয়াকে সামনে রেখে বাঙালি মহিলা সমাজের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শাড়ি ও কাপড় তুলে দিল বাঙালি মহিলা সমাজ। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনের নেত্রীরা এই বস্ত্র বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেত্রীরা জানান, দুর্গাপূজার সময় প্রত্যেকেই নতুন পোশাক পরিধান করেন, কিন্তু সমাজে অনেকের পক্ষে নতুন জামাকাপড় ক্রয় করা সম্ভব হয় না। সেইসব মানুষদেরও উৎসবের আনন্দে শামিল করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বাঙালি মহিলা সমাজ এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

চাকমাঘাটে টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর: একসময় তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই জেলার দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল চাকমাঘাট টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের পূজা। করোনা পরিস্থিতির কারণে কয়েক বছর পূজার আয়োজন কিছুটা সীমিত থাকলেও এবছর দীর্ঘ বিরতির পর ফের স্বমহিমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পূজা।

এবার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের মাঠে টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর সদস্যরা নিজের শ্রমে গড়ে তুলছেন এক সুদৃশ্য কাল্পনিক মন্দির। পূজার মূল থিম হিসেবে রাখা হয়েছে নবদুর্গা, এমনটাই জানিয়েছেন টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর আধিকারিক কিশোর কুমার দাস।

তিনি আরও জানান, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইতিমধ্যে মহালয়ার দিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামনে রয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণসহ একাধিক সামাজিক কর্মসূচি।

শ্রী দাস এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘চাকমাঘাট টিএসআর দ্বাদশ বাহিনীর দুর্গাপূজা শুধু বাহিনীর নয়, সমগ্র এলাকার মানুষের উৎসব। তাই রাজ্যবাসীকে আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাই।’’

প্রায় ৪—৫ বছর পর আবারও চাকমাঘাটে এই পূজা ফিরে আসায় উৎসবমুখর পরিবেশে ভরে উঠেছে সমগ্র তেলিয়ামুড়া মহকুমা।

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে মাছচাষিদের বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে: শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর:আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা মাছচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ হেজামারা ব্লকের সুবলসিংস্থিত সীতাছড়া লেক এবং তুইসাও টুলুং লেকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় মাছের পোনা ছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যুবকদের মাছচাষে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। যে দুটি লেকে মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এলাকাবাসীদের নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এই দুটি লেকে আজ মাছের পোনা ছাড়া হয়।শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য (শিক্ষা) রবীন্দ্র দেববর্মা, হেজামারা বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, হেজামারা ব্লকের বিডিও মানস মুড়াসিং, মোহনপুরের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক দীপমালা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিজয় রায়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ দুটি লেকে মোট ৩৭ হাজার বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছাড়েন। এতে সব মিলিয়ে ব্যয় হয়েছে ৬৬ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, এই দুটি লেকের আয়তন হচ্ছে ৩৭ হেক্টর।

তেলিয়ামুড়ায় দীনদয়াল উপাধ্যায় ও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আজ তেলিয়ামুড়ার কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্য্যাদায় উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন সহকারি সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস

প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হলো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। বিজেপি সদর দপ্তরে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনদর্শন ও অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন,পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন এক অনন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর অখণ্ড মানবতাবাদের দর্শন আজও ভারতীয় রাজনীতির দিকনির্দেশক। রাজীব ভট্টাচার্য্য স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯১৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার নাগলাচন্দ্রবন গ্রামের পবিত্র ব্রজ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, অখণ্ড মানবতাবাদের প্রবক্তা, ভারতীয় জন সংঘের প্রথম সারির নেতা এবং পরবর্তীতে ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শিক অগ্রদূত।

প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শন ও জীবনাচরণ আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। দলের নেতৃত্ব একসঙ্গে তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবায়নের সংকল্প নেন।

দিকে দিকে শিক্ষার আলো ছড়াতে বিদ্যালয় চলো অভিযান কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর: দিকে দিকে শিক্ষার আলো ছড়াতে বিদ্যালয় চলো অভিযান শুরু হয় কমলপুরে।

উনকোটিতে ছিন্নমস্তা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে শারদীয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও বস্ত্র বিতরনে মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ২৬ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলার গৌরনগর পঞ্চায়েতে অবস্থিত ছিন্নমস্তা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে আজ আয়োজিত হলো শারদীয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মহিলাদের জন্য শাড়ি, পাছড়া এবং প্রবীণদের জন্য ধুতি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বলেন, ‘‘দুর্গাপূজার অগ্রিম শুভেচ্ছা বিনিময় এবং গরিব-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই আজকের এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।’’ মন্ত্রী আরও জানান, সমাজের প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার কমলপুর শহরে বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শহরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় নয়, শিক্ষা মানেই আগামী দিনের আলোকিত। আর সেই আলোর দিশা দেখাতে আজ কমলপুর শহর মুখরিত হল ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় শ্লোগান।

বিদ্যালয় চলো অভিযান-এর অঙ্গ হিসাবে আজ কমলপুর শহরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি শুরু হয় পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় থেকে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে নেতাজি চৌমুহনি হয়ে পুনরায় পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়।

র‍্যালিতে অংশ নেন দুর্গাচৌমুহনী বিদ্যালয় পরিদর্শক ঝুনু রানী দেববর্মা, পিএম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃনাল মজুমদার সহ বহু স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃনাল কান্তি মজুমদার এবিষয়ে বলেন, ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী প্রতিটি শিশু-কিশোরকে বিদ্যালয়ের ছায়াতলে নিয়ে আসাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি যারা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, তাদেরও পুনরায় স্কুলমুখী করার বার্তা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি শিশুই যেন বই-খাতার গন্ধে বড় হয়, জ্ঞানের আলোয় বেড়ে ওঠে এটাই বিদ্যালয় চলো অভিযানের অঙ্গীকার।

PNIET No:-16/EE/DWS-I/2025-26 dated 24-09-2025

Single bid percentage rate e-tender is invited for 1(one) nos. works viz.
Installation of 10,000 ltr. Per hour capacity packaged type IRP including installation of 1 (one) no. SBDTW with electrical equipments etc.and construction of semi permanent pump house and other allied works at Womens College Girl's Hostel for the FY 2025-26 under DWS Sub Div-I, Collegetilla, Agartala.(Deposit Work)(2nd call).
DNIT No: 04/SE/TJB/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs. 30-09-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C/2462/25

Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala, Tripura (W).

Ref: advertisement issued vide F.No.3(48)RD/ (TRLM)/ 2024/ 4034-39 dated:15.06.2024 and issued vide F.No.3(48)-RD(TRLM)/ 2024/ 5271-76 dated: 08.07.2024 of Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM).

All applicants who have applied in response to the advertisement issued vide 3(48) RD (TRLM)/ 2024/4034-39 dated: 15.06.2024 and issued vide F.No.3(48)-RD(TRLM)/2024/5271-76 dated: 08.07.2024 Of Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) are hereby informed that the list of eligible candidates along with scheduled date and time for Personal Interview is uploaded on the websites trim.tripura.gov.in. rural.tripura.gov.in.
The Interview is scheduled to be held during 22.10.2025 to 01.11.2025. Shortlisted candidates are requested to appear for relevant Interview accordingly.
All the applicants are requested to visit the aforesaid websites for details and attend the PI accordingly.
ICA /D-1063125

CEO, TRLM

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞপ্তি

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট এ রেজিস্টার্ড সকল দুর্গা পুজা আয়োজক ক্লাবগুলিকে স্ব-উদ্যোগে নেশা আসক্তির বিরুদ্ধে প্রচারে পুজা প্যান্ডেলের থিমের সাথে নেশার কুফল সম্পর্কিত ডিসপ্লে বোর্ড, পোস্টার, ফ্লেক্স লাগানোর জন্য বিনীত ভাবে আবেদন জানানো হচ্ছে।

নেশা আসক্তির বিরুদ্ধে প্রচারে ক্লাব গুলির মধ্যে দক্ষতা, ব্যপকতা ও প্রভাব অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন কারী ক্লাব গুলিকে যথাক্রমে ₹১৫,০০০ টাকা, ₹১০,০০০ টাকা ও ₹৭,০০০ টাকা শংসাপত্র সহিত পুরস্কৃত করা হবে।

নেশা বিরুধী কর্মকান্ডে পুজা আয়োজক ক্লাব গুলিকে গুগল প্লে-স্টোর থেকে TSSB Live App ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে।

Scan QR Code

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techprarambh.tssblive

ICA/D-1060/25
অধিকর্তা
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

AFFIDAVIT

I Abu Bakkar S/O Late Malana Abdul Goufur (old name) Vill-Balardhepa PO-Rabindra Nagar, PS- Sonamura, DIST - Sepahijala, Tripura.
Do hereby declare that i have changed my father's name Late Malana Abdul Goufur (old Name) to Late Abdul Gafur (New/ correct Name) and henceforth i shall be known as Late Abdul Gafur (new/correct Name) in all purpose,""Late Malana Abdul Goufur (old Name) to Late Abdul Gafur (New/correct Name) Both are same and one identical person.

SHORT QUOTATION NOTICE

Invite sealed quotations from the authorized dealers/suppliers for the purchase of the following Archery Equipment on behalf of the Sepahijala District Youth Affairs & Sports Office, Bishramganj. The quotation will received from 26.09.2025 to 10.10.2025, Time - 10 a.m to 1 p.m in all working days and the same will be opened on 10.10. 2025 at 3 p.m. Quotation received after stipulated time & date will be rejected.

SN	Item specifications	Quotation rate
1	Target buttress (Indian Round), designed for quality and long lasting use, high density target buttress withstands powerful shots while ensuring reliable arrow stopping and easy removal	₹.
2	Target Stand (wooden), have a width of 48" (122 cm), overall height of 71" (180.3 cm), and depth of 60.5" (153.7 cm). The center of the target is placed at 51.2" (130 cm) from the ground. The weight of an Archery Target Stand is typically between 80-95 lb (36.3-43.1 kg).	₹.
3	Archery target face 122 cm | Bow and arrow targets for archery shooting, ideal for match and daily practice use, outdoor shooting face.	₹.
4	Face 80cm, morrell's Archery Target NASP Official Scoring Paper Face is made from heavy 100lb stock paper and is built for tournament scoring or practice.	₹.
5	Full Set Bow 60"62"64" (Indian Round) Indian round table, Indian round shape, Indian round frame, Indian round mirror	₹.
6	Archery Target Face Pin	₹.

TERMS AND CONDITIONS:
1. Catalogue sample for each item shall be deposited at the time of submission of quotation.
2. The articles should not be variable with the requirements which are mentioned in the quotation & inferior qualities should not be accepted.
3. After completion of the supply of all articles, bill in duplicate shall be submitted with GST/Tread licence and Last 3 year's tax return document to the Deputy Director, Sepahijala District YAS Office, Bishramganj, Govt. of Tripura.
4. The payment will be made after receiving and certification by the expert committee formed by the Dy. Director, Sepahijala District YAS Office, Sepahijala.
5. Items shall be supplied within 25 (Twenty five) days from the date of receipt of supply order, failure of which shall be treated as automatically cancelled of the supply order.
6. No other transportation charges will be claimed.

N.B -For more details, please contact with the Sepahijala District YAS Office, Bishramganj, Tripura or via email: dyasspj@gmail.com.
ICA/C/ 2453/25

(SAMIR DEBBARMA)
Deputy Director
Sepahijala District YAS Office Bishramganj, Tripura

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 15/AGRI/EE/MECH/2025-26

On behalf of the 'Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI WAGON R Vehicle for a period of 01 (one) year (2nd Call).

SL NO	Description of Work	Quantity	Cost of tender	Quotation dropping center	Last date & time for application & issue of tender documents	Date & time for dropping of quotation	Date & time for opening of quotation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hiring of 01 (one) No. **Maruti WagonR along with driver** for official use by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year (2nd Call). **(DNISQ No.: 02/AGRI/EE(M)/2025-26)**	01 (One) no.	Rs. 1,000.00 only.	O/o The Executive Engineer (Mech.) Department of Agriculture & F.W Office Lane, Agartala	09/10/2025 Up to 01:00 PM	09/10/2025. Up to 03:00pm	09/10/2025 at 04:00pm, If possible

For details, please contact to the office of the undersigned.
ICA/C/ 2459/25

(Er. Falgun Debbarma)
Executive Engineer (Mech) Department of Agriculture & F.W.
Office Lane, Agartala

কাজের সন্ধান

ত্রিপুরার আইটিআই সমূহে ৪২ জন সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরার আইটিআই সমূহে সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাগত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীদের থেকে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে ৪২ জন সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার নিয়োগ হচ্ছে বিভিন্ন আইটিআই সমূহে পড়ানোর জন্য।

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন আইটিআই সমূহে পড়ানোর জন্য সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৭-১০-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটি/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী এবং সরকারি যে-কোনও পদে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ। সামগ্রিক হিসেবে ৩৩ শতাংশ শূন্যপদ রয়েছে মহিলাদের জন্য।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৭ অক্টোবরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

মোট শূন্যপদ ৪২-এর বিভাজন এই রকম - ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (মেকানিক্যাল)। মোট শূন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (সিভিল)। মোট শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি, এসটি'র জন্য ৩টি, এসসি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, এসটি'র জন্য ১টি ও এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (ইলেকট্রিক্যাল)। মোট শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (আইটি এন্ড ইএসএম)। মোট শূন্যপদ ১টি। পদটি এসসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (ইলেকট্রনিক)। মোট শূন্যপদ ২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (ডব্লিওসি এন্ড ইডি)। মোট শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (ড্রেস মেকিং)। মোট শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, এসটি'র জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (ডিটিপিও)। মোট শূন্যপদ ৪টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, এসটি'র জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (সিওপিএ)। মোট শূন্যপদ ৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে মহিলাদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (১০) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইন্সট্রাক্টার (এমপ্লয়েবিলিটি স্কিল)। মোট শূন্যপদ ২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১টি, এসসি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিই, বিটেক পাশ, তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে একটি মাত্র লিখিত মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। পরীক্ষা নেওয়া হবে অবজেক্টিভ ধরনের ১৭০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ১৭০টি। সময় আড়াই ঘন্টা। সফল হলে ৩০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে নিউজ ব্যুরোর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেও জেনে নিতে পারেন। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর ও মিশনে **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **অফিসার গ্রেড-বি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৮ অক্টোবরে, তবে কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৫-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরের অধীনে **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পি.এ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র গুয়াহাটি, কলকাতার মতো বড় শহরে, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরার নিইলিট-এ **এক্সপার্ট, ম্যানেজার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **লেকচারার, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিএড, এলএলবি, এমবিবিএস, এমএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর, বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরার আইটিআই সমূহে **সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবরে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **এম.ও, ডেন্টাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত ডেন্টাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার গ্রেড-বি (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৮ অক্টোবরে, তবে কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২৫-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পি.এ (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র গুয়াহাটি, কলকাতার মতো বড় শহরে, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সপার্ট, ম্যানেজার ইত্যাদি (নিইলিট),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (এসবিআই),**
শূন্যপদ ঃ ১২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লেকচারার, এম.ও (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, বিএড, এলএলবি, এমবিবিএস, এমএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর,
বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টার (আইটিআই, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবরে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.ও, ডেন্টাল (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত ডেন্টাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

সরকারি দপ্তর, কর্পোরেশনে ১৪৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড্রাইভার, ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর, কর্পোরেশন ও সোসাইটিতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ৪১৯০ তারিখ ০২-০৯-২০২৫ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সোসাইটিতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদিপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ৩০-০৯-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধারকার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং-১ঃ একাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৩টি। আইটেম নং-২ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-৩ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-৪ঃ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-৫ঃ এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ২টি। আইটেম নং-৬ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-৭ঃ কম্পিউটার অপারেটর, শূন্যপদ ২টি। আইটেম নং-৮ঃ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিভিল), শূন্যপদ ৫টি। আইটেম নং-৯ঃ ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার, শূন্যপদ ২৭টি। আইটেম নং-১০ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার, শূন্যপদ ৪৯টি। আইটেম নং-১১ঃ একাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর স্টেট হাব, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-১২ঃ একাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-১৩ঃ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর স্টেট হাব, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-১৪ঃ ডিস্ট্রিক্ট মিশন কো-অর্ডিনেটর, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-১৫ঃ জেন্ডার স্পেশালিস্ট, শূন্যপদ ৩টি। আইটেম নং-১৬ঃ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, শূন্যপদ ২টি। আইটেম নং-১৭ঃ আই টি সুপারভাইজর, শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-১৮ঃ রিসোর্টস ম্যানেজার, শূন্যপদ ৬টি। আইটেম নং-১৯ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), শূন্যপদ ১টি। আইটেম নং-২০ঃ টেকনেশিয়ান (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ১টি। একইভাবে ফটোগ্রাফার, কুক, অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, অকোপেশন্যাল থেরাপিস্ট, প্রস্থেটিস্ট/ অর্থোটিস্ট টেকনেশিয়ান, অডিওলজিস্ট এন্ড স্পিচ থেরাপিস্ট, হিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, মবিলিটি ইন্সট্রাক্টার, মাল্টি পারপাস রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্কার, ভোকেশনাল কাউন্সেলর কাম কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ড্রাইভার ইত্যাদি সহ সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে।

পি এ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। দরখাস্তের শেষ তারিখ এক সপ্তাহ বাড়িয়ে কর্মপ্রার্থীদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিতপরীক্ষার মাধ্যমে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (পি এ) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য), নম্বরের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — সাধারণ প্রশাসনে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-টু (পিএ-টু) পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, টাইপ টেস্ট, শর্ট-হ্যান্ড টেস্ট ও মূল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ২৫/২০২৫। এবারও প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি (বাছাই) পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের। এতে সফল হলে টাইপ টেস্ট ও স্টেনোগ্রাফি টেস্টে বসার সুযোগ পাবেন। দুটি বিষয়ে যথাক্রমে ১০০ ও ২০০ নম্বরের হিসেবে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে মূল লিখিত পরীক্ষার জন্য। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতা থাকলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ সময় ৩০ সেপ্টেম্বর, বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধারকার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখে নেবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২৫/২০২৫ তারিখ ০৮-০৮-২০২৫। শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং ০১ ঃ পদের নাম - পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-টু (পিএ-টু) ঃ শূন্যপদ ১০০টি। এর মধ্যে ৪২টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর থেকে ১৪টি পদ মহিলা প্রার্থী অবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর থেকে ৪টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ৪৬টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর থেকে ১৬টি পদ মহিলা প্রার্থী অবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে অর্থাৎ মোট ১০০টি পদের মধ্যে ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

পদগুলো গ্রুপ - 'সি', নন্-গেজেটেড এবং জিএ (পিএন্ডটি) দপ্তরের অধীনে। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মাইনে ঃ পে মেট্রিক্স লেভেল-৯ অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে রয়েছে ২৮০০ টাকা। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই বয়স ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত/ শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরতপ্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ (১) যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদ থেকে যে-কোনও বিষয়ে অন্ততপক্ষে ৩৫ শতাংশ নম্বর উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ৩৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই থেকে স্টেনোগ্রাফি কোর্সে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারেন। (২) কম্পিউটার চালানোর জ্ঞান থাকতে হবে এবং সরকারি বা সরকার অনুমোদিতপ্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত পক্ষে তিন মাসের কম্পিউটার কোর্স করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে অন্ততপক্ষে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করা এবং প্রতি মিনিটে অন্ততপক্ষে ১০০টি শব্দ শর্টহ্যান্ড করার দক্ষতা থাকতে হবে। (৪) তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত/ শারীরিকপ্রতিবন্ধী/ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীদের জন্য নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে।

বাংলাদেশে এবার দুর্গাপূজার আয়োজন বাড়ছে ১৮৯৪টি, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৬।। চলতি বছর বাংলাদেশের ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপ ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর যা ছিল ৩১ হাজার ৪৬১টি। সেই হিসাবে এবার পূজার আয়োজন বাড়ছে এক হাজার ৮৯৪টি।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি এক মতবিনিময় সভায় এসব তথ্য জানিয়েছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ মতবিনিময়ের আয়োজন করা হয়। সভায় মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি বলেন, এবার ঢাকা মহানগরে ২৫৯টি পূজা হবে। যা গত বছরের চেয়ে সাতটি বেশি।

পূজার সূচি হিসেবে জানানো হয়, আজ শনিবার দুর্গাপূজার বোধন, রোববার মহাষষ্ঠী, সোমবার মহাসপ্তমী, মঙ্গলবার মহাষ্টমী, বুধবার মহানবমী ও বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী। দশমীর দিন বিকেল ৩টায় ঢাকাসহ সারা দেশে বিজয়ার শোভাযাত্রা বের হবে। এবার দেবীর আগমন গজে, গমন দোলায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে উল্লেখ করে বক্তব্যে বলা হয়, এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র এবং ধর্ম উপদেষ্টার সঙ্গে আলাদা বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে পূজা আয়োজনের নানা দিক আলোচনায় এসেছে। আয়োজকেরা তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা তুলে ধরেছেন। দুই উপদেষ্টা সুন্দরভাবে পূজা আয়োজনের কথা জানিয়েছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন মণ্ডপে এরই মধ্যে হওয়া হামলার চিত্র তুলে ধরে জয়ন্ত বলেন, দুর্গাপূজার প্রস্তুতির মধ্যেই ১৩ জেলায় দুর্গাপ্রতিমা ও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাগুলো হলো কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, নাটোর, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত এসব ঘটনায় পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্বৃত্তদের অনেকে ধরা পড়েছে। পূজার মধ্যে তারা এমন হামলা দেখতে চান না।

জয়ন্ত জানান, শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পদক্ষেপ নয়, রাষ্ট্রের আলোকিত চেতনা ও সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে এ সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে। পূজার পাঁচ দিনের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবলে হবে না, বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়তে চাইলে ৩৬৫ দিনের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। দুর্বৃত্তদের বিচারের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- এমনটি তারা দেখতে চান। মতবিনিময়ে জানানো হয়, দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ কিংবা প্যান্ডেলে দুটি দাবি তুলে ধরতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এগুলো হলো- সারা দেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু নেতৃত্ব ও নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে অসত্য, ঢালাও, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক মামলা পূজার আগে প্রত্যাহার এবং সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জোরপূর্বক পদচ্যুতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-অস্তিত্ব রক্ষায় আট দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ প্রয়োগে যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণ, ট্রাইব্যুনালের রায়ের আলোকে জমির মালিকানা ও দখল ভুক্তভোগীদের বরাবরে আইন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সরকার, সংসদ, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সব সংস্থায় অংশীদারত্ব-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। আরও দাবি জানানো হয়- দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করাসহ সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজায় অষ্টমী থেকে দশমীতে তিন দিন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবারণা পূর্ণিমায় এক দিন ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ইস্টার সানডেতে এক দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা।

মতবিনিময় থেকে সারা দেশের পূজামণ্ডপগুলোর জন্য ২২ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। যার মধ্যে আছে পূজার আয়োজন-উদ্যাপনে স্থানীয় প্রশাসন, সব রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ছাত্রনেতাদের সম্পৃক্ত করা; দশমীর দিন ২ অক্টোবর যথানিয়মে সন্ধ্যার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন করা এবং দুর্গম এলাকায় পূজার আয়োজন স্থানীয় সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে আয়োজকদের স্থির করা। এছাড়া উচ্চ শব্দে মাইক ও পিএ সেট বাজানো ও আতশবাজি-পটকার ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। ভক্তিমূলক বা ধর্মীয় সংগীত ছাড়া অন্য কোনো গান বাজানো যাবে না। কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। ইভটিজিং-ছিনতাই ইত্যাদিতে কেউ জড়িত হলে আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে তাদের পুলিশে সোপর্দ করতে হবে। গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে যেকোনো দুর্ঘটনার সংবাদ তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেলে জানাতে হবে, প্রয়োজনে ৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসন ও পুলিশকে অবহিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমা প্রস্তুতকালে মন্দিরে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে হিন্দুদের ওপর হামলার বিষয়টি তুলে ধরেন বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা কিছু ছড়িয়ে দিয়ে, ধর্ম বিদ্বেষের ভুয়া-মিথ্যা বার্তা দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে হামলা করা হচ্ছে এটা ২০০৯-১০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। সর্বশেষ রংপুরের গঙ্গাচড়ার ঘটনাটিসহ এসব ঘটনা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তুলে ধরার কথা জানিয়ে বাসুদেব বলেন, 'তারা আমাদের বলেছেন কঠোর অবস্থানে থাকবেন, আমাদের আস্বস্ত করেছেন। এর মধ্যে বেশকিছু এলাকায় প্রতিমা এবং মন্দিরে হামলার ঘটনার পর অনেক দুর্বৃত্ত ধরা পড়েছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে যাচ্ছে, প্রশাসন পাশে দাঁড়াচ্ছে। আমরা এটাই চেয়েছিলাম। হামলা দুর্বৃত্তরা করতেই পারে, কিন্তু এটার বিচার হচ্ছে কি না, দুর্বৃত্তরা ধরা পড়ছে কি না এটাই আমাদের দেখার বিষয়। বিচারহীনতার সংস্কৃতি আমরা নানাভাবে দেখেছি গত ৫৩ বছর। আমরা চাই না এই সংস্কৃতি অব্যাহত থাকুক '

বর্তমান পরিবর্তিত সময়ে এ বিষয়গুলো স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ছাড়াও ধর্ম উপদেষ্টা, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), মহানগর পুলিশ কমিশনার এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান বাসুদেব। তিনি বলেন, 'এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটুক। তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন এবং তাদের আশ্বাসের বিভিন্ন প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি।'

প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা রয়েছে কি না- জানতে চাইলে পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি জানান, বিভিন্ন জেলা এবং ঢাকায় যেসব স্থানে বিসর্জন দেওয়া হয় বিশেষ করে বুড়িগঙ্গায় অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা গতবারও ছিল, এবারও সরকারের তরফ থেকে তা করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা এতে সহযোগিতা করছে। সবাই চাচ্ছে যাতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান হয়। ফলে সে অর্থে উৎকণ্ঠা নেই। সবাই পূজার আয়োজনের পাশে রয়েছেন। পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি অভিযোগ করেন, গত এক বছর ধরে 'ঢালাওভাবে মিথ্যা মামলার' মাধ্যমে সংখ্যালঘু নেতাদের অনেককে হয়রানি করা হচ্ছে। এটি সরকার ও সেনাবাহিনীকে জানানো হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু ঘটনা সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে তা নিরসন হয়েছে। যেগুলো হয়নি সেগুলো সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যেন পূজার আগে দ্রুত সমাধান করে সে দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন, তাদের নেতারা এবং পূজা সংশ্লিষ্ট কমিটি ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এমন মামলার শিকার হয়েছেন। তারা যেন নিশ্চিন্তে এ দুর্গাপূজায় অংশ নিতে পারেন, সরকারের কাছে অনুরোধ জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের উপদেষ্টা সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন আবার অতিরিক্ত কিছু করে না ফেলে। তারা অবশ্যই আমাদের দেখভাল করবে, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করতে গিয়ে আবার সাধারণ জনগণের মধ্যে, যারা বিভিন্ন মণ্ডপে যাতায়াত করেন পরিবার নিয়ে, তাদের মধ্যে যেন একটা ভয়ভীতির সৃষ্টি না হয়। সেই ব্যাপারে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।'

পাকিস্তানের বিটকয়েন চুক্তি: আইএমএফ-এর নিয়ম লঙ্ঘন, অর্থ পাচারের উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পাকিস্তান-এল সালভাদর বিটকয়েন চুক্তি বিশ্বজুড়ে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের মতো বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই চুক্তির ফলে উদীয়মান অর্থনীতিগুলি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর নজরদারি এড়িয়ে যেতে পারে বলে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সহযোগিতা এমন এক সময়ে সামনে এল যখন পাকিস্তান ও এল সালভাদর উভয়ই আইএমএফ কর্মসূচির অধীনে রয়েছে এবং একই সাথে এমন ক্রিপ্টোকারেন্সি কৌশল অনুসরণ করছে যা সরাসরি আইএমএফ নির্দেশিকার পরিপন্থী।২০২৩ সালে ডিফল্ট এড়ানো পাকিস্তান ২০২৯ সাল পর্যন্ত ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বহিরাগত তহবিলের মুখোমুখি। পাকিস্তানের ৭ বিলিয়ন ডলারের আইএমএফ চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর। আইএমএফ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ডিজিটাল সম্পদ ক্রয়কে সীমাবদ্ধ রাখলেও, ইসলামবাদ বিটকয়েন মাইনিং-এর জন্য ২,০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বরাদ্দ করেছে এবং একটি কৌশলগত বিটকয়েন রিজার্ভ তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে, ভিক্টোরিয়া জোনসের "এফআইপিএফ এর একটি প্রবন্ধে এ কথা বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, এল সালভাদরকে আইএমএফ পাবলিক ফান্ডের মাধ্যমে বিটকয়েন কেনা বন্ধ করতে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও, দেশটি তার প্রকাশ্যে ঘোষিত ৬,২০০ টিরও বেশি ঈঙ্ক-এর রিজার্ভের সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে, যার মূল্য প্রায় ৭৪৫ মিলিয়ন ডলার। এই দুই দেশের আইএমএই নির্দেশিকা প্রত্যাখ্যান বহুপাক্ষিক আর্থিক কর্তৃত্বের প্রতি একটি সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রতিফলন, যা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বহুমেরু প্রবণতা এবং পশ্চিমা প্রভাব হ্রাসের বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রবণতাকে তুলে ধরে।

প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের একটি ক্রমবর্ধমান প্যাটার্ন তাত্ত্বিকভাবে ডলার-শাসিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাটিকে ক্ষয় করতে পারে এবং সদস্য দেশগুলির আর্থিক নীতিগুলির উপর আইএমএফ-এর প্রভাব কমাতে পারে।

এছাড়াও, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি সহ দেশগুলিতে সরকারি ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের সাথে যুক্ত দুর্নীতি এবং অবৈধ আর্থিক ঝুঁকি অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক সুরক্ষার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

বিটকয়েনের ছদ্মনাম প্রকৃতি এবং বিশেষ করে পাকিস্তানের সুশাসনের ইতিহাসে দুর্বলতার কারণে এটি অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকির সুযোগ তৈরি করতে পারে, প্রবন্ধটিতে যোগ করা হয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির দিকে পাকিস্তানের বর্তমান পদক্ষেপ এই বিষয়ে তার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালেও স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান ডিজিটাল মুদ্রাকে আইনি দরপত্র হিসাবে ঘোষণা করেনি এবং এক্সচেঞ্জ কোম্পানিগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের সুবিধা দেওয়া নিষিদ্ধ করেছিল।

প্রবন্ধটি আরও তুলে ধরে যে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব এবং বিটকয়েন প্রবক্তা মাইকেল সাইলর-এর মধ্যে জুনে উচ্চ-স্তরের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পাকিস্তান কীভাবে ক্রিপ্টো ব্যবহার করে আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে বেসরকারি খাতের অংশীদারদের জড়িত থাকার বিষয়টি উদ্বেগজনক নির্ভরতা তৈরি করে, যেখানে মুনাফা একটি মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে, যার ফলে কার্যকর সুশাসন দুর্বল হয় এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলি বিকৃত হতে পারে বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রবন্ধে আরও আলোকপাত করা হয়েছে যে পাকিস্তানের বিটকয়েন কৌশলগুলিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ইঙ্গিত এই পদক্ষেপের কিছু ভূ-রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে ধারণা দেয়।

দুই মাস আগে, পাকিস্তান ক্রিপ্টো কাউন্সিল এবং ট্রাম্প পরিবারের ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিন্যান্সিয়াল-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা পাকিস্তানে ব্লকচেইন গ্রহণকে ত্বরান্বিত করবে। এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কৃপা লাভের জন্য কৌশলগত অবস্থানের আরও একটি অনুশীলন বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বচ্ছতা হি সেবা, ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এবং নেশামুক্ত ভারত অভিযানের প্রচারে খোয়াইর জাম্বুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর : সেন্ট্রাল ব্যুরো অব কমিউনিকেশনের (সিবিসি) আগরতলা ফিল্ড অফিসের উদ্যোগে আজ খোয়াই জেলার জাম্বুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সফলভাবে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। যার মূল ভাবনা ছিল 'স্বচ্ছতা হি সেবা', 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' এবং 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সম্মিলিত অংশগ্রহণের মানসিকতা তৈরির এই আয়োজনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও প্রধান শিক্ষক শিবচরণ দেববর্মা পরিচ্ছন্নতা, ফিটনেস এবং নেশামুক্ত জীবনযাপন করার রূপান্তরমূলক শক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "পরিচ্ছন্নতা শুধুমাত্র অভ্যাস নয়এটি এক জীবনধারা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করি, তেমনি পরিবেশের সুরক্ষা করি এবং শৃঙ্খলা ও কর্মদক্ষতার বোধ জাগ্রত করি।"

সিবিসি আগরতলার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এইচ. কে. চাং তাঁর ভাষণে শিক্ষার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ভালো শিক্ষার বিকাশ ঘটায়, চিন্তার স্বচ্ছতা আনে এবং প্রেরণা জাগায়। আর শিক্ষা মানুষকে পরিচ্ছন্নতা ও শারীরিক সুস্থতার গুরুত্ব বোঝার ক্ষমতা দেয়।" সমগ্র অনুষ্ঠানে নানা বিষয়ের মধ্যে ছিল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ, ফিটনেসের প্রচারে পুশ-আপ চ্যালেঞ্জ, নেশামুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে নাটিকার পরিবেশনা এবং 'নিউ সমাচার' প্রকাশনার বিতরণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যদের মধ্যে ছিলেন লীনা দেববর্মা, বরুণ কুমার দাস, সেবিকা দেবনাথ, পূরবী রায়, সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, তুষি দেববর্মা, জ্যোৎস্না রাণী দাস, অমল দেব প্রমুখ।

'স্বচ্ছতা হি সেবা', 'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' ও 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবাই যাতে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও নেশামুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন, সেজন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

'আল্লাহ তুই দেহিস': চুল—দাড়ি কেটে দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশের কবি—শিল্পীদের অভিনব প্রতিবাদ

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশে সম্প্রতি বাউল—সাধু বেশের এক বৃদ্ধ পথচারীর চুল—দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে দেশজুড়ে। তারই প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শুক্রবার কবি—শিল্পীরা অনন্য সাংস্কৃতিক প্রতিবাদে সামিল হলেন।

প্রয়াত বাউল-সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভীনের স্মরণে 'পরম্পরা'র আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি শামীম আশরাফ নিজের মাথার চুল কেটে জানান প্রতিবাদ। ব্যানারে লেখা ছিল'আল্লাহ তুই দেহিস', 'মাজার ভাঙা সংস্কৃতিতে আঘাত, মানুষের উপর অত্যাচারকারীদের ঘৃণা'। সাংবাদিকদের সামনে সংস্কৃতিজন স্বপন ধর বলেন, "আমাদের আগামীর পরম্পরার জন্য শুদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা ধরে রাখতে হবে। সংস্কৃতি দিয়েই প্রতিবাদ করতে হবে।"

শামীম আশরাফের কথায়, "কবি—শিল্পীরা শিল্পের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। আজ আমরা সেটাই দেখালাম।" জানা গেছে, যাঁরা ওই বৃদ্ধের দাড়ি—চুল কেটেছিলেন, তাঁরা 'হিউম্যান সার্ভিস বাংলাদেশ' নামের সংগঠনের সদস্য। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করে ময়মনসিংহ বাউল সমিতি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন আলামিন, হীরক, মিজান বউলা, অনিরুদ্ধ শুভ, জাকারিয়া আফরিদ, হৃদয়সহ অসংখ্য শিল্পী।

আচার্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ২৭তম মহাপ্রয়াণ তিথি আগামী ১৪ই আশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর:আগামী ১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর"২৫), বুধবার আচার্য্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ২৭তম মহাপ্রয়াণ তিথি। এই উপলক্ষে আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন"এ আয়োজিত হবে।সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে শোচক কীর্তন। দুপুর ১২ টা আচার্য্য দেবকে মহাপ্রসাদ অর্পণ ও উপস্থিত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যা ৬ টা ভাগবত পাঠ, সন্ধ্যা আরতি ও অনুষ্ঠান সমাপ্তি। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা, করেছেন সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় মহোদয়।

শান্তিরবাজারে মহাসমারোহে দূর্গোৎসবের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ সেপ্টেম্বর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে জাতি—ধর্ম—বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণে প্রস্তুতি চলছে শান্তির বাজার পুরাতন হাসপাতাল রোডে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও পূজা উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছে শান্তির বাজার পুরাতন হাসপাতাল রোডস্থ পূজা কমিটি। এবার পূজা কমিটির উদ্যোগে বৃহৎ আকারে পূজা আয়োজন করা হচ্ছে। পূজা মণ্ডপে দেবী দুর্গার পাশাপাশি দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন মায়ের ৫১ পীঠের বিভিন্ন রূপ। পূজা কমিটির উদ্যোগে মায়ের ৫১ রূপের আরাধনায় চলছে জোর প্রস্তুতি। পূজার আয়োজন সম্পর্কে পূজা কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা রাজীব চক্রবর্তী জানান, আগামী শনিবার এক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে সবার জন্য পূজা মণ্ডপ উন্মুক্ত করা হবে। এ বছর পূজার বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। পূজা উদ্যোক্তারা জানান, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখে এ বছর পূজা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

২০,০৩৬ জনকে

● প্রথম পাতার পর

সমাজে সাধারণ মানুষকে সঠিক পরিষেবা (ন্যায়) দেওয়ার উপর চিকিৎসক বা ডাক্তারদের সম্মান নির্ভর করছে। কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। স্থেথস্কোপ হচ্ছে ডাক্তারদের অলঙ্কার। স্থেথস্কোপ আর হোয়াইট (সাদা) কোর্ট এর মধ্যে একটা সম্মানের বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। মনে রাখতে হবে রোগীরা হচ্ছেন ভুক্তভোগী। তাই চিকিৎসকদের কাজই হচ্ছে তাদের সহ্য করা। আপনাদের ব্যবহার ভালো হলে সবসময় আপনারা বিজয়ী হবেন। যেকারণে সকলের ব্যবহার ভালো থাকা উচিত। অনেক ডাক্তার বাবু রয়েছেন যারা লিজেন্ড ব্যক্তি, তারা সমাজের জন্য নীরবেই কাজ করে গিয়েছেন। তাঁরাই সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমিও চাইবো তরুণ প্রজন্মের ডাক্তাররা যাতে এভাবে কাজ করেন। আপনাদের জন্ম হয়েছে অন্যদের জীবন রক্ষার জন্য। কতো বড় দায়িত্ব ভগবান আপনাদের দিয়েছেন। ডাক্তারদের সারা জীবন ভরই কাজ করতে হবে। রোগী ও ডাক্তারদের অনুপাত এনএমসি বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত অনুযায়ী করার চেষ্টা চলছে। আগামীদিনে আরো বেশি ডাক্তার নিযুক্ত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্য সরকার স্বচ্ছতা বজায় রেখেই চাকরি প্রদানের চেষ্টা করছে। আজকের দিন পর্যন্ত ডাই ইন হারনেস সহ ২০, ০৩৬ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেক চাকরি প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বনির্ভরতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বচ্ছতা বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। ত্রিপুরা যে সঠিক দিশায় চলছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করা। ডাঃ সাহা জানান, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে (এজিএমসি) বর্তমানে ১৫০টি এমবিবিএস আসন সংখ্যা রয়েছে। আরো ৫০টি আসনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেটাও প্রায় বরাদ্দ হয়েছে। সেটা হলে ২০০টি আসন হবে। এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৪০০টি এমবিবিএস আসন রয়েছে। বিডিএস এ ৬৩টি আসন হয়েছে। ৫০ আসনের বিএসসি নার্সিং হয়েছে। ফার্মেসি কলেজ রয়েছে। সবমিলিয়ে এখানে একটা মেডিকেল হাব করার চেষ্টা চলছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ নির্মল সরকার, এজিএমসির অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ অনুপ কুমার সাহা, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসক ও আধিকারিকগণ।

নিরাপত্তার দায়িত্বে

● প্রথম পাতার পর

সহ সাধারণ জনগণকে পরিষেবা প্রদান করবেন। পুলিশ মহা নির্দেশক জানিয়েছেন, এবছর ৬৫৫০ জন টিএসআর জওয়ান নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়ন করা হয়েছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৬০০০। এছাড়াও এবার ৩৮০ জন এডিশনাল পুলিশ ও ৯২০ জন প্রশিক্ষণরত পুলিশ কর্মীদের দুর্গোৎসবের নিরাপত্তার কাজে নিয়োগ করা হবে। সর্বমোট ৭৭৫০ জন অতিরিক্ত বাহিনী গোটা রাজ্যে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন থাকবেন।

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ২১৫টি মোবাইল পেট্রোলের গাড়ি। এছাড়াও ৩২০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা নজর রাখবে প্রত্যেকটি মুহূর্তের। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২১৬ টি, অর্থাৎ এই বছর সিসিটিভির নজরদারি আরব বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে করে প্যান্ডেল গুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণসহ যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও পুজো উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপে সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়। যাতে করে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

ইতি মধ্যেই সকল পূজা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। সকল পূজা উদ্যোক্তারাই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই শারদ উৎসবকে সার্থক করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশক অনুরাগ ধানকর। স্নেফার ডগ এবং বম স্কোয়ার্ডকে নিয়ে বিভিন্ন প্যান্ডেলে পর্যবেক্ষণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সন্ধ্যা ৫ টা থেকে রাত্র ১টা পর্যন্ত নো এন্টি জোন থাকবে। নো এন্টির পরেও যানজট এড়াতে কোন পাবলিক ভিহিকেলকে পুজো মণ্ডপ এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। নো এন্টির পরে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গাড়ি গুলিকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে।

এদিকে রাজ্যজুড়ে চাঁদার জুলুম নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশক। তিনি জানান, চাঁদার কোন ধরনের জুলুমবাজি সহ্য করা হবে না। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানান তিনি। রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের কথায়, চাঁদার জুলুমবাজির যে খবরগুলি পুলিশের কাছে এসেছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের আটক করা হয়েছে। আবার কোথাও পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে পুলিশ বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। ১১২ হেল্পলাইন নম্বর গোটা রাজ্যব্যাপী খোলা থাকবে। যেকোনো ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়াও শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে রেলের মাধ্যমে প্রচুর মানুষ রাজ্যের এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাতায়াত করবেন। ফলে রেলস্টেশনগুলিতেও বিশেষ নিরাপত্তায় মোতায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশক। রাত্রিকালীন বিভিন্ন ট্রেনে মহিলা সহ শিশুরা যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন সে জন্য ট্রেন এবং রেল স্টেশনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না। অপরদিকে বিএসএফের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সীমান্ত এলাকাগুলিতেও কঠোর নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশ মহা নির্দেশক অনুরাগ ধানকর।

সবমিলিয়ে শারদ উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলেই এদিন জানালেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধানকর। শারদ উৎসব যেন নির্বিঘ্নে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

নারী পাচারকে কেন্দ্র করে

● প্রথম পাতার পর

পলাতক। অভিযোগ আরও, বিজেপির শাসনে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও নিরাপদ নন।

বর্তমানে গুরুতর আহত দীপক শীল জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সিধাই মোহনপুরের সাতডুবিয়া এলাকা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিএসএফের মারে গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। তাদের হুঁশিয়ারি, যদি অবিলম্বে এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ না হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

বর্তমানে গুরুতর আহত তুষার মিঞা হাসপাতালের শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ঘটনার পর থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় আতঙ্ক ও অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরা এবার অর্গানিক

● প্রথম পাতার পর

ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, একসময় ধারণা ছিল যে ত্রিপুরায় পেঁয়াজ চাষ সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষকরা তা ভুল প্রমাণ করেছেন। গত বছর ভালো পরিমাণে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে।

তিনি বলেন, মাশরুম চাষ অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনছে। ইতিমধ্যেই ৫৬ মেট্রিক টন চাল, ৫৭৯ মেট্রিক টন আদা, ৫৩ মেট্রিক টন হলুদ, ৬৮০ মেট্রিক টন আনারস ও ৪.৫ মেট্রিক টন বর্ডস আই মরিচ জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে ত্রিপুরা থেকে। জৈব ফসলের চাহিদা বিপুল। আমরা জৈব ও অজৈব দুই ধরনের চাষই করছি, তবে মানুষের জন্য জৈব খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এবার মাশরুম চাষ জৈব প্রক্রিয়ায় শুরু করা হবে।

ধানের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

"সরকার কথা দিয়েছিল ধান বিক্রির টাকা দ্রুত পরিশোধ করা হবে। কিন্তু সময়মতো টাকা না পাওয়ায় আমাদের মতো সাধারণ কৃষক পরিবারগুলো বিপাকে পড়েছে।"

অবিলম্বে ধান বিক্রির বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। কৃষক মহলের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তারা ভবিষ্যতে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে পড়বেন।

হৃষ্যমুখে মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরার হৃষ্যমুখ কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার" অভিযানের মূল বার্তা সামনে রেখে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক বিশাল মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি। সকাল থেকেই সিএইচসি প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করেছিল এই উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা ও প্রশংসনীয়তা।

শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলা স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, শম্ভুনাথ কর, হৃষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান,ডাঃ মনীশ চৌধুরী, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ আধিকারিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পপু সরকার, হৃষ্যমুখ ব্লকের এডুকেশনাল হেলথ স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট, শম্ভু বসু, এসটিজেডপি, শ্রীদাম মজুমদার, হরিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান

শিবিরের আহ্বায়ক ছিলেন হৃষ্যমুখ সিএইচসি-এর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ বৈদ্য। এতে অংশগ্রহণ করেন: ডাঃ সাগর সম্রাট দেববর্মা (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ), ডাঃ অরূপ রায় (গাইনিকোলজি বিশেষজ্ঞ),ডাঃ দেবাদিত্য ভূষণ (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ),ডাঃ সুজাতা মগ (ইএনটি বিশেষজ্ঞ), ডাঃ দেবাশীষ সেন (দন্ত বিশেষজ্ঞ), ডাঃ সুশান্ত দাস (শিশু বিশেষজ্ঞ), ডাঃ দেবাশ্রী সরকার (চক্ষু বিশেষজ্ঞ)

এই বিশেষ শিবিরে মোট ১৫৯ জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে:২১ জনের এক্স-রে করা হয়, ৩০ জনকে নতুন আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়, ২০ জন গর্ভবতী মহিলার অ্যান্টি-নাটাল চেকআপ সম্পন্ন হয়

রক্তদান কর্মসূচিতে ১১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া, ভিআইএ টেস্টে তিনজনকে পরীক্ষা করা হয় এবং এক জন সন্দিগ্ধ পাওয়া যায়। বিনামূল্যে রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় ঔষধ। প্রবীণ ও অসুস্থদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় হাঁটার লাঠি, সার্ভাইকাল বেল্ট, চশমা, হুইলচেয়ার, খাদ্য ঝুড়ি ইত্যাদি সহায়ক সামগ্রী।

দ্বীপায়ন চৌধুরী বলেন, "এই ধরনের শিবির মানুষের মধ্যে আস্থা জাগায়। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছালে সমাজ সত্যিকারের সশক্ত হয়ে ওঠে।" ডাঃ মনীশ চৌধুরী উল্লেখ করেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো প্রত্যেক মানুষকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা। আজকের এই শিবির তারই এক সার্থক পদক্ষেপ।"। শম্ভুনাথ কর মন্তব্য করেন, "গ্রামীণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজকের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, একসাথে কাজ করলে যে কোনও বাধা অতিক্রম সম্ভব।"

স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, এমপিডব্লিউ, এমপিএস এবং আয়ুষ্মান মিত্রদের সক্রিয় সহযোগিতায় আয়োজন হওয়া এই মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদান কর্মসূচি মানুষের কাছে শুধু চিকিৎসাই নয়, বরং আশা, আস্থা ও শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এক পের মাকে নাম" স্লোগানকে সামনে রেখে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে বিশেষ অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: "এক পের মাকে নাম" স্লোগানকে সামনে রেখে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যানন্দ সিং, কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, শুধু গাছ লাগালেই চলবে না, তার পরিচর্য্যাও করতে হবে। গাছের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি তাকে বড় করে তোলার অঙ্গীকার নিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গরিব শ্রমিক পরিবারের হাতে নতুন কাপড় তুলে দিলেন কংগ্রেস সদস্য অরিন্দম সিনহা

কৈলাসহর, ২৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপূজার আগে যখন গ্রামে রেগার কাজ না হওয়ায় শ্রমিকদের মুখে হাসি নেই, তখনই এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের একমাত্র নির্বাচিত সদস্য অরিন্দম সিনহা। নিজের অভাব-অনটনকে উপেক্ষা করে গ্রামের গরিব ও দু:স্থ শ্রমিক পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে নতুন কাপড় তুলে দেন তিনি। এই কাজে যারা তাকে সাহায্য করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ তাকে এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, রেগার কাজ বন্ধ থাকায় গ্রামের দরিদ্র শ্রমিকদের হাতে দীর্ঘদিন ধরে উপার্জন নেই। ফলে আসন্ন দুর্গাপূজায় নতুন পোশাক কিনে সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে পারছেন না তারা। এই হতাশার আবহেই সামনে এলেন অরিন্দম সিনহা। নিজেও দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারী বিরোধী দলের এই পঞ্চায়েত সদস্য নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা জোগাড় করেন এবং সেই অর্থ দিয়ে শিশুদের জন্য নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করেন।

কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতটি গৌরনগর ব্লকের অন্তর্গত এবং বর্তমানে শাসক বিজেপির দখলে থাকলেও একমাত্র কংগ্রেস সদস্য হিসেবে অরিন্দম সিনহার জনপ্রিয়তা এলাকায় যথেষ্ট তুঙ্গে। তিনি এর আগে গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই, খাতা, কলমও তুলে দিয়েছিলেন, যা স্থানীয়দের প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

অরিন্দম সিনহা জানান, আমার নিজের অবস্থাও খুব সচ্ছল নয়। কিন্তু গ্রামের শ্রমিক পরিবারের শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে সেটাই আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।

স্থানীয় মানুষদের একাংশের বক্তব্য, অরিন্দম সিনহার এই সহৃদয় মানসিকতার কারণেই গ্রামের মানুষ তাঁকে এত ভালোবাসেন। এবারের দুর্গাপূজায় শিশুদের হাতে নতুন কাপড় তুলে দেওয়া তাঁর এই মানবিক উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল, তিনি সত্যিই মানুষের প্রতিনিধি।

ত্রিপুরায় শুরু 'সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান: কিশোরী স্বাস্থ্য ও কিশোরী মাতৃত্ব রোধে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত চলছে 'সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার অভিযান'। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জি বি পি হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে সূচনা হওয়া এই অভিযানে কিশোরী স্বাস্থ্য ও সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মতে, কিশোরী মেয়েদের মধ্যে অ্যানিমিয়া, পুষ্টিহীনতা ও মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব একটি বড় সমস্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিশোরী মাতৃত্বের বাড়তি ঝুঁকি, যা শুধু মেয়েদের স্বাস্থ্য নয়, নবজাতকের জীবনকেও প্রভাবিত করছে।

অভিযানের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরে চলছে রক্তশূন্যতা পরীক্ষা, টিবি ও সিকেল সেল স্ক্রিনিং, পাশাপাশি কিশোরী ও নারীদের জন্য মাসিক স্বাস্থ্য ও কিশোরী মাতৃত্ব প্রতিরোধে বিশেষ কাউন্সেলিং। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে কিশোরী ও অভিভাবকদের সাথে সচেতনতা আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

শিবিরে আরও থাকছে গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত ঞ্জ্ঞ্ঝ চেক-আপ, শিশুদের টিকাকরণ এবং বিশেষ নিবন্ধন সুবিধা-প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (ঞ্ঝঞ্চঞ্ঝক্স), মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন (ঞ্চঞ্জঞ্ঝঞ্চ) কার্ড, আয়ুষ্মান বয় বন্দনা কার্ড, এবং ঞ্জক্ষঙ আইডি প্রদান।

জনৈক স্বাস্থ্যকর্মী জানান, 'কৈশোরকালীন সচেতনতা ও পরামর্শ ছাড়া কিশোরী মাতৃত্ব রোধ সম্ভব নয়। সমাজ, পরিবার এবং বিদ্যালয়-সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব।'

'সেবা-ই সংকল্প, রাষ্ট্রই প্রথম প্রেরণা' এই মূলমন্ত্রে, এই অভিযান কেবল স্বাস্থ্য পরীক্ষা নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে এআইএসইসি-র উদ্যোগে 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালন

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: ভারতের আধুনিক শিক্ষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি (এআইএসইসি)-র উদ্যোগে শুক্রবার 'শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালন করা হয়। আগরতলার রাজবাড়ির সামনে এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তারা জানান, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর যে শিক্ষার আদর্শ ও সামাজিক সংস্কারের পথ দেখিয়েছিলেন, আজও তা সমানভাবে সময়োপযোগী। বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষার প্রসারেই নয়, সমাজ সংস্কারের মতো একাধিক অগ্রণী উদ্যোগে পথপ্রদর্শক ছিলেন।

এআইএসইসি নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্র নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অবহেলা, বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা বলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বিদ্যাসাগরের নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা শুধু সুবিধাভোগীদের জন্য নয়, এটি সমাজের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রুখে গণমানুষের জন্য সুলভ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই হবে আগামী দিনের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

চেসমিট ফাউন্ডেশন ও মাইন্ড গেম চেস অ্যাকাডেমির নতুন মানবিক উদ্যোগ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : মানবসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সবসময় এগিয়ে আসে চেসমিট ফাউন্ডেশন ও মাইন্ড গেম চেস অ্যাকাডেমি। অতীতে ক্যান্সার ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়ানো এই সংস্থার পরিচিতি নতুন নয়। এবার তারা মানবিকতার আরেকটি অনন্য নজির স্থাপন করল এক মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসহায় ছাত্রীর পাশে দাঁড়ানো।মহিলাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছিল এক অভিনব দাবা প্রতিযোগিতা, যার আয় থেকে সংগৃহীত অর্থ প্রদান করা হয় ঋতিষা চক্রবর্তী নামে এক মেধাবী ছাত্রীর শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচের জন্য। এই প্রতিযোগিতা কলকাতার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে অংশগ্রহণ করেন ৪০ ঊর্ধ মহিলারা ছাড়াও যুবতী, বালিকা ও তরুণীরা। অভিনব এই দাবা মেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা শুধু প্রতিযোগিতা করেননি, বরং সমাজের কাছে এক শক্ত বার্তা পাঠিয়েছেন যে মানবিকতার পথে এগিয়ে আসা সকলের দায়িত্ব।উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেট সেক্টরের মহিলারা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজ্যের নামজাদা দাবাড়ুরা, সাংবাদিকরা এবং দাবা শিক্ষার্থীরা।প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন রুপসা সরকার, দ্বিতীয় স্থান পান অরুন্ধতী মুখার্জি এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন জয়া পাল।চেসমিট ফাউন্ডেশন ও মাইন্ড গেম চেস অ্যাকাডেমির সভাপতি জানান, "এই ধরনের উদ্যোগ শুধু একটি অর্থ সাহায্য নয়, এটি সমাজে মানবিকতার নতুন আলোক রশ্মি ছড়ায়। আমরা চাই, আরও মানুষ এগিয়ে আসুক এমন উদ্যোগে।"

বর্তমানে জনজাতি অংশের জনগণ সব দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছেনঃ জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তবেই রাজ্যকে আত্মনির্ভর ও শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণে মেশিন অপারেটর সহকারীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ থেকে সদ্য মোটর ড্রাইভিং-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩১ জন জনজাতি যুবককে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ড্রাইভিং লাইসেন্স ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্যাট্রোক্যামিকেলস ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজি থেকে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণে সফল ১৪ জন জনজাতি যুবক-যুবতীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই ১৪ জন রাজ্য ও বহিরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, যুবক-যুবতীগণ দেশের ভবিষ্যৎ। দক্ষতা ছাড়া কোন জাতি বা দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই শুধু জনজাতি অংশের যুবক-যুবতী নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদেরও দক্ষতা অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য চাই শান্তি। শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জনজাতি কল্যাণে রাজ্য সরকার আন্তরিক রয়েছে। খুব শীঘ্রই ৫০০ জন জনজাতি যুবকের মধ্যে অটো প্রদান করা হবে। বর্তমানে জনজাতি অংশের জনগণ সবদিক দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আগে রাজ্যে শুধু ৪ টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে রয়েছে ২১টি।

প্রশিক্ষণ শিবিরে পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী বলেন, চিফ মিনিস্টার ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশনে জনজাতি যুবক যুবতীদের মোটর ড্রাইভিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০২৩ সাল থেকে এনআইটি সংলগ্ন আইডিটিআর সংস্থা থেকে এখন পর্যন্ত ৫০০ জনকে মোটর ড্রাইভিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ জন যুবতী রয়েছে। প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সংস্থাটি এখানে গড়ে তোলা হয়েছে। সিআইপিইটি-র যুগ্ম অধিকর্তা পি বিজয়া কুমার বলেন, রাজ্য সরকার ২০১৭সালে বোধজংনগরে এই প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা গড়ে তোলে। দেশে এরূপ ৪০টি সংস্থা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ২০০ জন যুবক-যুবতীকে এবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ১০ জনের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আইডিটিআর-এর অধ্যক্ষ কনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ভগবান বীরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তথা অধিকর্তা শুভাশিষ দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব কর।

মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জনজাতি শিল্পীরা তাদের সমৃদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবক বিপিন দেববর্মা, আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, দুর্গাপূজা কেবল বাঙালিদের প্রধান উৎসব নয়; রাজ আমল থেকেই উপজাতি সমাজও সমান উৎসাহে এই পূজা পালন করে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, এ বছরও রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপকভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর নির্বাচনী এলাকা আশারামবাড়িতেও একাধিক দৃষ্টিনন্দন প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে এবং উদ্বোধনের জন্য তাঁর কাছে বহু নিমন্ত্রণ এসেছে বলেও জানান মন্ত্রী।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, "ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নে আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।" তিনি আরও যোগ করেন, এর মাধ্যমে শুধু ঐতিহ্যের সংরক্ষণই নয়, আগামী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়াও জরুরি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পী ও অতিথিদের পরিবেশনা ও বক্তব্যে উৎসবমুখর আবহ তৈরি হয়। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে জনজাতি সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ এদিনও ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ সেপ্টেম্বর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, শিক্ষা দপ্তরের ও.এস.ডি বেণীমাধব চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহঅধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হেডমাস্টার অসীম চক্রবর্তী, সহ আরো অনেকেই। প্রথমে অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়, এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা।আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তাই বিদ্যাসাগরের জীবনীর উপর আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বুধবার শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে পুরস্কার বিতরণী ও কুইজ প্রতিযোগিতা করা হয়।

দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে দরিদ্র ও দু:স্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। সেই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার আগরতলা পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে কর্পোরেটর বাপি দাসের উদ্যোগে বিশেষ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে এলাকার শতাধিক দুস্থ মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বাঁধারঘাট এলাকার বিধায়ক মীনারানী সরকারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

কর্পোরেটর বাপি দাস জানান, "দুর্গাপূজা মানেই আনন্দের উৎসব। কিন্তু সমাজের বহু মানুষ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। তাই আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ তাঁদের মুখে সামান্য হলেও হাসি ফোটাবে বলে আশা করি।"

অতিথিরা এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আগামীতেও এই ধরণের মানবিক কার্য্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী পালন বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: আধুনিক ভারতের শিক্ষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করল স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর পাঁচটি বনেদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও মহারানী তুলসিবতি বালিকা বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য কনভেনার তথা বুনিয়াদী শিক্ষা দফতরের কিচেন গার্ডেন প্রকল্পের পরামর্শদাতা শিক্ষক মনোজ রায় এবং সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য পরীক্ষিত দে।

ড. বি. আর. আম্বেদকর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শিক্ষিকা শ্রাবনী লস্কর।

বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে যোগ দেন সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শিক্ষক মৃণাল ঘোষ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদর জেলা কমিটির কনভেনার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল শর্বরী পাল দেব রায়।

অনুষ্ঠানগুলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার রাজ্য কনভেনার মনোজ রায় বলেন, "রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে স্মরণীয় দিনগুলিকে ধরে রাখতে হবে। বৃক্ষ শুধু পরিবেশ রক্ষার জন্য নয়, বরং সমাজ ও ইতিহাসকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্মরণীয় করে রাখারও এক জীবন্ত প্রতীক।"

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেমন পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিল, তেমনি বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীকে এক অনন্য ও স্থায়ীভাবে স্মরণ করার সুযোগও করে দিল।

তেলিয়ামুড়ায় সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাবের অভিনব পূজা আয়োজন

তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর: শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। এর মধ্যেই সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব তাদের পূজা আয়োজনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রায় আট লক্ষাধিক টাকার বাজেট নিয়ে এবছর ক্লাব কর্তৃপক্ষ মাতৃ আরাধনায় বেছে নিয়েছে এক অভিনব থিম মৌমাছির আদলে সাজানো হচ্ছে গোটা পূজা মন্ডপ।

ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মন্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শনার্থীরা খুঁজে পাবেন এক ভিন্ন জগৎ। গ্রামীণ বাংলার নান্দনিক ঝলক, প্রাকৃতিক দৃশ্য আর ঐতিহ্যবাহী বাংলার আবহ সেখানে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে। নগরজীবনের কোলাহল থেকে বেরিয়ে এ মন্ডপে প্রবেশ করা মাত্রই মানুষের মনে জেগে উঠবে ভিন্ন অনুভূতি।

এবছরও স্থানীয় শিল্পীদের প্রতিভাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে ক্লাব। মন্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমা নির্মাণ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় শিল্পীদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া থাকছে। ক্লাবের সদস্যদের বিশ্বাস, এতে যেমন শিল্পীদের কাজের স্বীকৃতি মিলবে, তেমনি পূজার আবহও আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

শুধু পূজা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্র হিসেবেও দুর্গোৎসবকে অর্থবহ করে তুলতে প্রতিবছরের মতো এবছরও নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যক্রম থাকবে তাদের আয়োজনে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য পূজা প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত থাকবে। তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দাদের পাশাপাশি আশেপাশের এলাকার মানুষদেরও আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছে তারা। শহরবাসীর মতে, তেলিয়ামুড়ার পূজা মানেই এক ভিন্ন আবহ। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে সমৃদ্ধ করতেই এবছরের এই অভিনব উদ্যোগ যা নিঃসন্দেহে দর্শনার্থীদের মনে গভীর ছাপ ফেলবে।

তেলিয়ামুড়ায় রাজদূত ক্লাবের পূজা প্রস্তুতি চূড়ান্ত

তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর: শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়ার বনেদি ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম রাজদূত ক্লাবের পূজা প্রস্তুতি এখন একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। পূজাকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবছর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে পূজার আয়োজন করা হচ্ছে। শৈশব জীবন' থিমকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হচ্ছে পূজা মণ্ডপ, যা দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা ক্লাব কর্তৃপক্ষের। মণ্ডপ সজ্জা থেকে প্রতিমা নির্মাণ প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুনত্বের ছোঁয়া আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

শুধু পূজার আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পূজাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ক্লাবের উদ্যোগে নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, পূজার দিনগুলোতেও সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যক্রম চলবে। রাজদূত ক্লাবের পূজা বরাবরই তেলিয়ামুড়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ মাত্রা যোগ করে এসেছে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে মনে করছেন শহরবাসী।

বিলোনিয়ায় জুডু খেলাকে ঘিরে বিতর্ক, অভিযুক্ত যুব ও ক্রীড়া আধিকারিক

বিলোনিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর: আবারও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ক্রীড়াঙ্গনকে কলুষিত করার অভিযোগ উঠেছে। এবারে জুডু খেলাকে কেন্দ্র করে বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিলোনিয়া। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক অভিযোগে সরাসরি জড়িয়ে গেলেন যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের দক্ষিণ জেলা আধিকারিক তথা জুডু প্রশিক্ষক মিহির শীল।

ঘটনায় শিক্ষার্থীরাও জড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। অভিযোগ, প্রশিক্ষক মিহির শীল বিলোনিয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের অবজ্ঞা করতেন এবং তাদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণে বাধা দিতেন। এমনকি স্বাক্ষর না দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে শিক্ষার্থীরা। ফলে বাধ্য হয়েই তারা অভিযোগের পথে হাঁটে।

অন্যদিকে, উদয়পুর মহকুমার কিছু ছাত্র-ছাত্রী জানিয়েছেন, এই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদের বক্তব্য, গ্রীষ্মকালীন কোচিং ক্যাম্প শেষ হওয়ার দীর্ঘ পাঁচ মাস পর হঠাৎ করে এই অভিযোগ আনা হয়েছে, যা একপ্রকার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

বিতর্কিত এই অভিযোগে মর্মাহত মিহির শীল নিজেও মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, "এটি সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্যজনক। খেলার মাঠে ষড়যন্ত্র বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার কখনোই কাম্য নয়। খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্য সুস্থ ও সবল সমাজ গঠন করা। অথচ শিক্ষার্থীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

ঘটনার পর ক্রীড়াঙ্গনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা মনে করছেন, এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলা থেকে বিমুখ করে তুলবে। ইতিমধ্যেই দাবি উঠেছে, গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে সত্য উদ্ঘাটন করা হোক।

দক্ষিণ ত্রিপুরার খেলাধুলার পরিবেশে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, তদন্তে শেষ পর্যন্ত কোন সত্য উঠে আসে।

ক্রীড়াঙ্গন

বিজয় মার্চেন্টে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রি-সেশন ক্যাম্পে ৬৫ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৬ বালক ক্রিকেটারদের প্রি সেশন ক্যাম্পে ৬৫ জনকে ডাকা হয়েছে। আগামীকাল প্রত্যেককে বেলা সাড়ে দশটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে প্রাথমিক বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের প্রি সেশন ক্যাম্পে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। মূলতঃ আসন্ন ক্রিকেট মরশুমে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এই প্রি-সেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে হেড কোচ হিসেবে অলক দেবরায় এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ অনুপম দে রয়েছেন। এছাড়া ট্রেনার শহিদুল হোসেন ও ফিজিও অর্পণ কর দায়িত্ব পেয়েছেন। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলো: মোঃ আর্ফান উদ্দিন, মিনাজ আহমেদ, প্রান্তিক শীল, অয়ন দেবনাথ, প্রীতম দেবনাথ, জ্যোতিরাদিত্য মজুমদার, তানিষ্ক চক্রবর্তী, দেবার্পন ভট্টাচার্য্য, বিশাল সরকার, শুভ দাস শুভ্রজিৎ পাল, রাজ মালাকার, দীপ্তনু দাস রাজ তামাং, ওয়াহিদ মিয়া, নবীর হোসেন, অনিক দে, সোমদেব শীল, তন্ময় সূত্রধর, প্রলয় দেবনাথ, রাহুল দাস, সন্দীপ রায়, শুভ্রজিৎ সাহা, অভিরূপ দাস, এপ্রিল দেববর্মা, বিক্রম দাস, দীপাঞ্জন দাস, চন্দ্র স্নাত গোস্বামী, অনিকের লস্কর, আন্স ভাটনগর, ময়ূখ চৌধুরী, রঞ্জিত দেববর্মা, আরিশ মজুমদার, শাহীন হোসেন পোদ্দার, যশ দেববর্মা, স্বর্ণাভ্য সাহা, সন্দীপন দাস, তুহিন দেবনাথ, কৃষাণ দাস, সুবীর বৈদ্য, রাজদীপ দেবনাথ, সিদ্ধার্থ দেবনাথ, অর্পণ ভট্টাচার্য্য, মানিক আহমেদ, স্পন্দন বনিক, দ্বিগবিজয় দেববর্মা, জয় অধিকারী, রাজদীপ সিংহ, পৃথ্বীরাজ গোপ, সপ্তর্ষি আদিত্য, দেবজিত ভৌমিক, ক্রীশ ভৌমিক, ঈশান মজুমদার, দীপ শীল, কুনাল দেবনাথ আব্দুল করিম, রাজদীপ পাল, বেদব্রত বনিক, ভূপেন্দ্র কুর্মি, আকাশ হোসেন, বিজয় যাদব, মনীষ সরকার, বিরজিৎ দাস, সায়ন রায়, রাজদীপ দাস। এছাড়া স্ট্যান্ডবাই হিসেবে সায়ন্তন কর ও সৌভিক দাস কে রাখা হয়েছে। পরবর্তী এক বিজ্ঞপ্তিতে আরও দুজন শুভজিৎ পাল এবং আইজ্যাক দেববর্মাকেও শিবিরে ডেকে নেওয়া হয়েছে। বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের প্রয়োজনীয় অরিজিনাল কাগজপত্র রিপোর্ট করার সময় নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিট-এর জন্য ১ অক্টোবর রাজ্য দলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল রওয়ানা হবে পয়লা অক্টোবর। এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে কেরালায় ৫ থেকে ৯ অক্টোবর। রাজ্য দলের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। চার দিন আগেই রাজ্য দল তিরুবনন্তপুরমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে কিন্তু যথারীতি রাজ্য দলের অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের নামের তালিকা যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মূলতঃ এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ এবার কেরালার তিরুবনন্তপুরম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজ্য দলের হয়ে এতে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরিত নামের তালিকায় পুরুষ বিভাগের খেলোয়াররা হলেন তপন শীল, লিটন দেববর্মা, যুগল কিশোর দেব, আশিস কর ও পরিমল পাল। মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন ত্রিপুরা থেকে ১১ জন অ্যাথলেট। তাঁরা হলেন জবা পাল দত্ত, গায়েত্রী মজুমদার, চন্দনা দাস সাহা, দেবী রানী দাস, শেফালী বর্ধন, মিতালি দেবনাথ, কবিতা দাস, সবিতা দাস, শাহানারা বেগম, স্বপ্না পাল ও পূর্ণিমা দাস। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন এথলেট এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছেন।

কেসিএ ক্রিকেটের ফাইনালে বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিপক্ষ তথা আয়োজক কর্নাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ। খেলা কেসিএ আয়োজিত ডাঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। বেঙ্গালুরুতে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আজ, শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। চার দিনের খেলায় প্রথম দিনের খেলায় মধ্যপ্রদেশ দিনভর খেলে ৮৬.৫ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান সংগ্রহ করেছে। সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনিং জুটিতে হর্স গাওলি ১৭ রানে এবং যশ দুবে ৩৪ রানে প্যাভেলিয়নে ফিরলে ব্যাট হাতে দায়িত্ব সামলায় উইকেট রক্ষক হিমাংশ মন্ত্রী এবং অধিনায়ক শুভম সরকার। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে হিমাংশু-শুভম ১২২ রান সংগ্রহ করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৮৬.৫ ওভার খেলে মধ্যপ্রদেশ ৬ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান সংগ্রহ করে। হিমাংশু ৮৩ রানে প্যাভিলিয়নের ফিরলেও শুভম আরও কিছুটা সময় উইকেটে থেকে শেষ পর্যন্ত ৬৬ রানে আউট হয়। ঋষব চৌহান ৩৪ রানে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন হয়। ৮৭তম ওভারের ৫ম বলে আর্শাদ খান ২৪ রানে আউট হলেও নাইটওয়াচ ম্যানের ভূমিকায় রয়েছে ভেঙ্কটেশ আয়ার ব্যক্তিগত ২২ রানে। এদিকে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন সেক্রেটারি একাদশের বোলার ভেঙ্কটেশ এবং মাধব বাজাজ দুটি করে এবং অভিষেক আহালুয়াত ও ধ্রুব একটি করে উইকেট পেয়েছে।

ভারতকে হারানোর নীল নকশা তৈরি! সূর্যদের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ ফাইনালে নামার আগে বলে দিলেন পাকিস্তানের কোচ

আগের দু'টি ম্যাচের কথা ভুলে যেতে চাইছেন মাইক হেসন। পাকিস্তানের কোচ শুধু রবিবারের ম্যাচের কথা ভাবছেন। কারণ, তিনি জানেন, রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতকে হারাতে পারলেই আগের দুই ম্যাচের সব সমালোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। ফাইনালের আগে ভারতকে হারানোর নীল নকশা তাঁর তৈরি করা হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন হেসন। দলের ক্রিকেটারদের একটি কথাই বলে চলেছেন হেসন।

বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে সাংবাদিক বৈঠকে হেসন জানিয়েছেন, আপাতত শুধু ক্রিকেটের দিকেই সকলকে মন দিতে বলেছেন তিনি।

পাকিস্তানের কোচ বলেন, "আমি ওদের বলেছি খেলার দিকে মন দিতে। বাকি সব ভুলে যেতে। আমরা ক্রিকেট নিয়েই ভাবি। সেটাই আমাদের কাজ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আলাদা চাপ, আলাদা উত্তেজনা কাজ করে। তার প্রভাবে মাঠে কিছু বিতর্ক হতেই পারে। তবে আমরা ক্রিকেটের বাইরে কিছু ভাবব না।"

চলতি এশিয়া কাপে ভারতের কাছে দু'বার হেরেছে পাকিস্তান। তবে এখনও একটা সুযোগ রয়েছে তাদের কাছে। সে দিকেই নজর হেসনের। পাক কোচ বলেন, "আমাদের যোগ্যতায় আমরা ফাইনালে উঠেছি। এ বার আমাদের কাজ হল সেটার সদ্ব্যবহার করা। ভারতকে হারানোর নীল নকশা তৈরি। মাঠে সেটা করে দেখাতে হবে।" হেসন আরও বলেন, "আমাদের ট্রফি জেতার সুযোগ রয়েছে। আমরা ১৪ ও ২১ তারিখ খেলেছি। সেই দু'দিন হারতে হয়েছে। কিন্তু আসল হল রবিবারের ম্যাচ। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সেই ম্যাচে নিজেদের সেরা দেওয়ার চেষ্টা করব।"

প্রথম ম্যাচে ভারতের সামনে উড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তবে সুপার ফোরের ম্যাচে লড়াই করেছে তারা। সেই লড়াইয়ের কথা সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন হেসন। তিনি বলেন, "প্রথম ম্যাচে আমরা ওদের খেলা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিয়েছি। প্রথম ম্যাচে চাপ ছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা অনেক ক্ষণ ওদের চাপে রেখেছিলাম। তবে ১০ ওভার বা পাওয়ার প্লে ভাল খেললে হবে না। ভারত টি২০-র এক নম্বর দল। ওদের হারাতে হলে একটা বড় সময় ধরে ওদের উপর চাপ রাখতে হবে। তবেই আমরা জিততে পারব।"

শেষ সাত বারের সাক্ষাতে ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে তিনটি এক দিনের ম্যাচ ও চারটি টি-টোয়েন্টি রয়েছে। তবে বড় প্রতিযোগিতায় ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে পাকিস্তানের রেকর্ড ভাল। পাঁচ বারের মধ্যে তিন বার জিতেছে তারা। শেষ বার ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতকে ১৫০ রানে হারিয়েছিল পাকিস্তান। আরও এক বার সেই কীর্তি করার চেষ্টায় হেসনেরা।

মরিয়া পাকিস্তান

দুবাই।। আগের দু'টি ম্যাচের কথা ভুলে যেতে চাইছেন মাইক হেসন। পাকিস্তানের কোচ শুধু রবিবারের ম্যাচের কথা ভাবছেন। কারণ, তিনি জানেন, রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতকে হারাতে পারলেই আগের দুই ম্যাচের সব সমালোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। ফাইনালের আগে ভারতকে হারানোর নীল নকশা তাঁর তৈরি করা হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন হেসন। দলের ক্রিকেটারদের একটি কথাই বলে চলেছেন হেসন।

বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে সাংবাদিক বৈঠকে হেসন জানিয়েছেন, আপাতত শুধু ক্রিকেটের দিকেই সকলকে মন দিতে বলেছেন তিনি। পাকিস্তানের কোচ বলেন, "আমি ওদের বলেছি খেলার দিকে মন দিতে। বাকি সব ভুলে যেতে। আমরা ক্রিকেট নিয়েই ভাবি। সেটাই আমাদের কাজ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আলাদা চাপ, আলাদা উত্তেজনা কাজ করে। তার প্রভাবে মাঠে কিছু বিতর্ক হতেই পারে। তবে আমরা ক্রিকেটের বাইরে কিছু ভাবব না।"

চলতি এশিয়া কাপে ভারতের কাছে দু'বার হেরেছে পাকিস্তান। তবে এখনও একটা সুযোগ রয়েছে তাদের কাছে। সে দিকেই নজর হেসনের। পাক কোচ বলেন, "আমাদের যোগ্যতায় আমরা ফাইনালে উঠেছি। এ বার আমাদের কাজ হল সেটার সদ্ব্যবহার করা। ভারতকে হারানোর নীল নকশা তৈরি। মাঠে সেটা করে দেখাতে হবে।" হেসন আরও বলেন, "আমাদের ট্রফি জেতার সুযোগ রয়েছে। আমরা ১৪ ও ২১ তারিখ খেলেছি। সেই দু'দিন হারতে হয়েছে। কিন্তু আসল হল রবিবারের ম্যাচ। সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সেই ম্যাচে নিজেদের সেরা দেওয়ার চেষ্টা করব।"

প্রথম ম্যাচে ভারতের সামনে উড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তবে সুপার ফোরের ম্যাচে লড়াই করেছে তারা। সেই লড়াইয়ের কথা সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছেন হেসন। তিনি বলেন, "প্রথম ম্যাচে আমরা ওদের খেলা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিয়েছি। প্রথম ম্যাচে চাপ ছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা অনেক ক্ষণ ওদের চাপে রেখেছিলাম। তবে ১০ ওভার বা পাওয়ার প্লে ভাল খেললে হবে না। ভারত টি২০-র এক নম্বর দল। ওদের হারাতে হলে একটা বড় সময় ধরে ওদের উপর চাপ রাখতে হবে। তবেই আমরা জিততে পারব।"

শেষ সাত বারের সাক্ষাতে ভারতের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে তিনটি এক দিনের ম্যাচ ও চারটি টি-টোয়েন্টি রয়েছে। তবে বড় প্রতিযোগিতায় ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনালে পাকিস্তানের রেকর্ড ভাল। পাঁচ বারের মধ্যে তিন বার জিতেছে তারা। শেষ বার ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতকে ১৫০ রানে হারিয়েছিল পাকিস্তান। আরও এক বার সেই কীর্তি করার চেষ্টায় হেসনেরা।

এশিয়া কাপে উত্তেজনার জের! শাস্তি পেলেন তিন ক্রিকেটার

দুবাই।। রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের ফাইনালে নামতে চলেছে পাকিস্তান। তার আগে দলের দুই ক্রিকেটার শাস্তি পেলেন। হ্যারিস রউফের জরিমানা করেছে আইসিসি। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে সাহিবজাদা ফারহানকে। ফলে ফাইনালে নামার আগেই ধাক্কা খেল পাকিস্তান। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবেরও ৩০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রউফের ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। আগ্রাসী আচরণের জন্যই এই শাস্তি। ফারহানকে সতর্ক করে দিয়েছেন ম্যাচ রেফারি।

সুপার ফোরের ম্যাচে ফারহানের 'একে৪৭ সেলিব্রেশন' এবং রউফের 'প্লেন ক্র্যাশ সেলিব্রেশন'-এর বিরোধিতা করে আইসিসি-র কাছে সরকারি ভাবে অভিযোগ জানিয়েছিল ভারত। উল্টো দিকে, পাকিস্তান অভিযোগ জানিয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের 'পহেলগাঁও' মন্তব্যের জন্য।

ফারহান এবং রউফ দু'জনেই জানান তাঁরা কোনও অপরাধ করেননি। ফলে আনুষ্ঠানিক শুনানি করতেই হত। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন শুক্রবার পাকিস্তানের টিম হোটেলে গিয়ে দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করেন। ফারহান জানান, তিনি ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির বিরোধী কোনও কাজ করেননি। যে উচ্ছ্বাস তিনি করেছেন তা পাকিস্তানের পাখতুন সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের প্রথা। রউফ কী যুক্তি দিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে 'অশ্লীল ভাষা' এবং 'আগ্রাসী আচরণ'-এর জন্য ম্যাচ রেফারি ভর্ৎসনা করেন তাঁকে। দুই ক্রিকেটারকেই লিখিত ভাবে উত্তর দিতে হয়।

সূর্যকেও ছেড়ে কথা বলেনি আইসিসি। তাঁকে রাজনৈতিক মন্তব্য না করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পরে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, সূর্যকেও ৩০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা হিসাবে দিতে হবে।

হুইলচেয়ারে মাঠ ছাড়লেন পেসার! বিশ্বকাপের আগে ধাক্কা হরমনপ্রীতদের দলে, প্রস্তুতি ম্যাচে হার ভারতের

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের আগে খারাপ খবর ভারতীয় দলে। চোট পেয়েছেন পেসার অরুন্ধতী রেড্ডি। তাঁর বাঁ হাটুতে এতটাই লেগেছে যে হুইলচেয়ারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। অরুন্ধতী বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এ বার ভারতের মাটিতে হবে এক দিনের বিশ্বকাপ। তার আগে বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারত। অরুন্ধতীর বলে সোজা শট মারেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হেথার নাইট। ক্যাচ ধরার চেষ্টা করেন অরুন্ধতী। কিন্তু পা সরাতে পারেননি তিনি। বল গিয়ে সোজা তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে লাগে। মাটিতে পড়ে যান অরুন্ধতী।

যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করেন অরুন্ধতী। ছুটে আসেন ফিজিয়ো। মাঠে কিছু ক্ষণ চিকিৎসা চলে তাঁর। ফিজিয়ো জানিয়ে দেন, আর খেলতে পারবেন না ভারতীয় পেসার। প্রথমে কয়েক জন ক্রিকেটার অরুন্ধতীকে ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর হাঁটুতে এতটাই লেগেছিল যে বাঁ পা মাটিতে ফেলতে পারছিলেন না তিনি। ফলে হুইলচেয়ারে করে অরুন্ধতীকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়। চোট পাওয়ার আগে ৪.৪ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন অরুন্ধতী।

দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে মহিলাদের আইপিএলের দুই মরসুমে ভাল বল করার সুবাদে গত বছর ভারতের এক দিনের দলে অভিষেক হয়েছিল অরুন্ধতীর। ১১ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। গত বছর ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে সেটাই অরুন্ধতীর সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।

ভারতের ১৫ জনের বিশ্বকাপের দলে যে চার পেসার রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী এক জন। স্ট্যান্ড বাই হিসাবে সায়ালি সাতঘরে অবশ্য রয়েছেন। এখন দেখার, অরুন্ধতীর চোট খতিয়ে দেখে কী বলেন চিকিৎসকেরা।

প্রস্তুতি ম্যাচ ভাল যায়নি ভারতের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫৩ রানে হেরেছে তারা। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৪০ রান করে ইংল্যান্ড। ১০৪ বলে ১২০ রান করেন অধিনায়ক ন্যাট শিভার-ব্রান্ট। এমা ল্যাম্ব করেন ৮৪ রান। জবাবে ৩৪ ওভারে ১৮৭ রানে অল আউট হয়ে যায় ভারত। জেমাইমা রদ্রিগেজ (৬৬) ছাড়া কেউ রান পাননি। প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ায় অবশ্য স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কউরেরা ব্যাট করেননি। বাকিদের দেখে নিতে চেয়েছে ভারত। তাই এই হার নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবে না ভারত। এই ম্যাচের শিক্ষা নিয়ে ভুল শুধরে নামার চেষ্টা করবে তারা।

রাহুল, সুদর্শনের অনবদ্য শতরানে অস্ট্রেলিয়াকে হারালো ভারত

নয়াদিল্লি।। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণার পরের দিন ফর্মে লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শন। রান তাড়া করতে নেমে অপরাজিত ১৭৬ রানের ইনিংস খেললেন রাহুল। সুদর্শন করলেন ১০০ রান। তাঁদের ব্যাটে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ৪১৩ রান তাড়া করে জিতল ভারত 'এ'। দুই টেস্টের সিরিজ ১-০ জিতল ভারত। রেকর্ড রান তাড়া করে জেতার নজির গড়লেন রাহুলেরা। কোনও দেশের 'এ' দলের হয়ে টেস্টে এটি সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়। এর আগে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ৩৬৭ রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া 'এ'। সেটাই ছিল রেকর্ড। সেই রেকর্ড ভাঙল ভারত। এর আগে ২০০৩ সালে নটিংহ্যামশায়ারের বিরুদ্ধে ৩৪০ রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত 'এ'। সেই নজির ভেঙে গিয়েছে এই ম্যাচে। ভারতীয় সমর্থকদের জন্য সুখবর রাহুলের মাঠে ফেরা। বৃহস্পতিবার ৭৪ রান করে মাঠ ছাড়েন রাহুল। তিনি আবার শুক্রবার মাঠে নামতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। রাহুল শুধু নামেননি, দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ছিল ২ উইকেটে ১৬৯। তখনও ২৪৩ রান দরকার ছিল জিততে। ৪৪ রানে অপরাজিত ছিলেন সুদর্শন। মানব সুথার আউট হওয়ার পর আবার মাঠে নামেন রাহুল। চতুর্থ উইকেটে ৭৮ রানের জুটি বাঁধেন দুই ব্যাটার। সুদর্শন ১৭২ বলে ১০০ রান করে আউট হন। অধিনায়ক ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১১৫ রানের জুটি হয় রাহুলের। সেই জুটিই দলকে জয়ের কাছে নিয়ে যায়। জুরেল ৫৬ রান করেন। তিনি আউট হওয়ার পরে নীতীশ রেড্ডির সঙ্গে মিলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন রাহুল। সুদর্শন, রাহুল ও জুরেল প্রত্যেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দলে রয়েছেন। সেই সিরিজের আগে তিন ক্রিকেটারের ফর্ম স্বস্তি দেবে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে। রাহুল ১৭৬ রান করেছেন ২১০ বলে। অর্থাৎ, বলও বেশি নেননি তিনি। ৮৩.৮১ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। মেরেছেন ১৬ চার ও ৪ ছক্কা। রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর ভারতের টেস্ট দলে ওপেনার হিসাবে জায়গা পেয়েছেন রাহুল। ইংল্যান্ড সফরের পর এ বার ভারত 'এ' দলের হয়ে তাঁর ফর্ম সেই জায়গা আরও পাকা করে দিল।

দল থেকে বাদ পড়ে ক্ষুব্ধ করুণ

নয়াদিল্লি।। প্রত্যাবর্তনের পর কি মাত্র এক সিরিজেই শেষ হয়ে গেল করুণ নায়ারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার? নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের কথায় সেই ইঙ্গিত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সুযোগ পাননি করুণ। জায়গা না পেয়ে নির্বাচকদের নিশানা করলেন ভারতীয় ব্যাটার। জানিয়ে দিলেন, রানের কোনও গুরুত্ব নির্বাচকদের কাছে নেই। করুণ আশা করেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে জায়গা পাবেন। আশাহত হয়েছেন তিনি। 'টাইম অফ ইন্ডিয়া'কে ভারতীয় ব্যাটার বলেন, "আমি আশা করছিলাম দলে থাকব। জানি না কী বলব। ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এখন ওই বিষয়ে মন্তব্য করা আমার পক্ষে কঠিন।" তার পরেই অবশ্য নির্বাচকদের কোর্টে বল ফেলে দিয়েছেন করুণ। ভারতীয় ব্যাটার বলেন, "আপনাদের নির্বাচকদের প্রশ্ন করা উচিত যে ওঁরা কী ভাবছেন। একটা কথা বলতে চাই। শেষ টেস্টে প্রথম ইনিংসে আমিই একমাত্র অর্ধশতরান করেছিলাম। শেষ টেস্ট আমরা জিতেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল সেই জয়ে আমার অবদান রয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি রানের কোনও গুরুত্ব নেই।" গত মরসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ফর্মে থাকা করুণ ইংল্যান্ডে গিয়ে খুব বেশি রান করতে পারেননি। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে দেবদত্ত পাড়িক্কলকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নেওয়া হয়েছে। করুণকে বাদ দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন আগরকর। দল ঘোষণার পর তিনি বলেন, "ওর থেকে একটু বেশিই প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা। আমাদের মনে হয়েছে পাড়িক্কল দলকে কিছুটা বেশিই দিতে পারে। কাউকে তো আর ১৫-২০টা টেস্ট সুযোগ দেওয়া যায় না।" আগরকরের সংযোজন, "পাড়িক্কল বেশ কিছু দিন ধরেই টেস্ট দলে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ছিল। এখানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ধর্মশালায় খেলেছে। অর্ধশতরান করেছে। ভারত এ দলের হয়েও ভাল খেলেছে। সে কারণেই ওকে নেওয়া হয়েছে।"

শামিকে নিয়ে উদাসীন বোর্ড

নয়াদিল্লি।। জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে ফের ধাক্কা খেলেন মহম্মদ শামি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে ছিলেন না তিনি। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ১৫ সদস্যের দলে 'ব্রাত্য' শামি। দেশের হয়ে ৬৪ টেস্ট খেলা পেসার কেন বাদ? এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর জানিয়েছেন, শামি সম্পর্কে কোনও নতুন তথ্য নেই। নির্বাচন কমিটির প্রধানের এহেন মন্তব্যে প্রশ্ন উঠছে, শামির মতো প্রথম সারির পেসারের সম্পর্কে বিসিসিআইয়ের কাছে কেন কোনও তথ্য থাকবে না? আগরকর বলেন, "আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। ও দলীপ ট্রফিতে খেলেছে। তবে গত দু-তিন বছরে খুব বেশি ক্রিকেট খেলেনি। একজন পারফর্মার হিসেবে আমরা জানি সে কী করতে পারে। কিন্তু সবার আগে ওকে ক্রিকেট খেলতে হবে।" দেশের হয়ে ২২৯টি টেস্ট উইকেট পেয়েছেন শামি। একার হাতে ঘুরিয়ে দিয়েছেন বহু ম্যাচ। ভারতের অন্যতম সেরা পেসারদের তালিকায় রাখা হয় তাঁকে। বিসিসিআইয়ের বার্ষিক চুক্তিতে রয়েছেন শামি। সেই কারণে আগরকরের এমন মন্তব্যের পর প্রশ্ন, টিম ইন্ডিয়ার এই পেসারকে নিয়ে এতটা উদাসীন কীভাবে হতে পারে বোর্ড? আগস্টে দলীপ ট্রফির শেষ দিনে পূর্বাঞ্চলের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি শামি। জানা গিয়েছিল, পায়ে চোট লেগেছিল তাঁর। কিন্তু দলীপে সার্বিক পারফরম্যান্স এবং চোটের আতঙ্ক, সব মিলিয়ে তাঁর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ধাক্কা খেয়েছিল বলেই মনে করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের অভিযোগের পর আইসিসি-র 'আদালতে' হাজিরা সূর্যের, শাস্তি কি হবে ভারত অধিনায়কের?

হাজিরা দিলেন সূর্যকুমার যাদব। করমর্দন বিতর্কের পর সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে আইসিসি-র কাছে অভিযোগ করেছিল পাকিস্তান। সেই ঘটনায় আইসিসি-র শুনানিতে হাজিরা দিলেন ভারত অধিনায়ক। শুক্রবার হবে তার রায়ঘোষণা। অর্থাৎ, ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগেই জানা যাবে যে সূর্যের কোনও শাস্তি হবে কি না।

জানা গিয়েছে, আইসিসি-র ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দিয়েছেন সূর্য। তাঁর নিজের যা বলার ছিল তা বলেছেন ভারত অধিনায়ক। এ বার বাকিটা রিচার্ডসনের হাতে। সূর্যের পর এ বার পাকিস্তানের পেসার হ্যারিস রউফ ও ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহানও রিচার্ডসনের সামনে হাজিরা দেবেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

সুপার ফোরের ম্যাচে রউফ এবং ফারহানের উচ্ছ্বাসপ্রকাশের ধরনের বিরোধিতা করে আইসিসি-কে ই-মেল করেছিল বিসিসিআই। অর্ধশতরানের পর ফারহানের 'একে৪৭ সেলিব্রেশন' এবং রউফের 'প্লেন ক্র্যাশ সেলিব্রেশন'-এর বিরোধিতা করে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার যদি অভিযোগ অস্বীকার করেন তা হলে শুনানি হবে। সেখানে আইসিসি-র এলিট প্যানেলের রেফারি রিচার্ডসনের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে তাঁদের।

পাল্টা হিসাবে পাকিস্তান অভিযোগ জানিয়েছিল সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে হারানোর পর সেই জয় পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় নিহতদের উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের অধিনায়ক। কুর্নিশ করেছিলেন ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে। পিসিবি-র মতে, রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন সূর্য। তাঁকে শাস্তি দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল। সূর্য নিজের 'ভুল' স্বীকার করলে শাস্তির মাত্রা ঠিক করবেন তিনিই। না হলে শুনানি হবে। ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির বিরোধী কাজ করার কারণে সূর্যকে নির্বাসিত করা হতে পারে। এখন দেখার, রিচার্ডসন এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পূজা মন্ডপের উদ্বোধন করেন বিপ্লব

আগরতলা, সেপ্টেম্বর ২৫: চতুর্থীতে রাজ্যজুড়ে শারদীয়ার আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এ উপলক্ষে তিনি উপস্থিত জনতা ও রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ বলেন, "শারদীয়ার এই কয়েকটি দিন প্রত্যেকেই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে। এই আনন্দকে আরও দ্বিগুণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি দেশবাসীকে দিয়েছেন এক অনন্য উপহার নতুন জিএসটি সংস্করণ, যার ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।" তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা প্রত্যেক গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে। তাই গ্রামগঞ্জে এই সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রচার প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব মণ্ডপ পরিক্রমা করে দর্শনার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: অরুন্ধতিনগরের ড্রপগেটস্থিত বিদ্যাসাগর স্মৃতি প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ৪০নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী ও দেবব্রত বণিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক অমিতাভ সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টজনেরা।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সমাজে নারী নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শে উন্নত সমাজ গঠনে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।
রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলা নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীদের শিক্ষা বিস্তারে, নারী জাগরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থীতে শহরের বিভিন্ন প্যান্ডেলে দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: শহরের বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে আজ চতুর্থীর দিনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা উপস্থিত থেকে দুর্গোৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন। এদিন তিনি জয়নগরের যুব সমাজ ক্লাব আয়োজিত দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করে মা দুর্গার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী পূজা পরিক্রমায় "নবদিগন্ত ক্লাব, জয়নগর" এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব আয়োজিত এ বছরের শারদীয়া দুর্গোৎসবে অংশ নেন, যেখানে মায়ের দর্শন করেন এবং উপস্থিত সকলের সঙ্গে শারদীয়া শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরবর্তীতে তিনি কুঞ্জবন সেবক সংঘ আয়োজিত মাত্রী আরাধনায় অংশগ্রহণ করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকায় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এদিন। বড়দোয়ালী বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মায়েদের হাতে দুর্গোৎসবের উপহার তুলে দেন। এদিন বড়দোয়ালী বিধানসভার ৩৭ নং ওয়ার্ডের ৩৩ নং বুথের (কালী টিলা) মায়েদের হাতে উপহার তুলে দেন। বড়দোয়ালী বিধানসভার ৪০ নং ওয়ার্ডের মায়েদের মাঝে দুর্গোৎসবের উপহার বিতরণ করেন। বড়দোয়ালী বিধানসভার ৩২ নং ওয়ার্ডের মায়েদের মধ্যে পূজার উপহার প্রদান করেন। এছাড়াও বড়দোয়ালী বিধানসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডের মহিলাদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন।
উল্লেখ্য, চতুর্থীর দিনে মুখ্যমন্ত্রী শহরের বিভিন্ন প্যান্ডেলে পুজোর শুভ সূচনা ও মায়েদের হাতে উপহার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে দুর্গোৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস থেকে পূজা কমিটিগুলিকে নির্দেশিকা জারি

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস রাজ্যের বিভিন্ন সার্বজনীন দূর্গাপূজা কমিটি, ঘরোয়া পূজা কমিটি এবং আবাসন পূজা কমিটিগুলির জন্য কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশাবলী পূজা উৎসবের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক হিসেবে গ্রহণ করা হবে। মূল নির্দেশাবলী গুলি হল : লাইভ বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে বা ট্রান্সফরমার ইনস্টলেশনের পাশে কোনো কাঠামো বা প্যান্ডেল নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্যান্ডেল নির্মাণে সিন্থেটিক ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ ব্যবহার এড়াতে হবে।
কাঠামোর জন্য টিউবুলার স্টিলের ফ্রেম, সাল কাঠ বা শক্তিশালী কাঠ ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযথভাবে পেরেক ও অগ্নি প্রতিরোধক দড়ি বা ধাতব তার দিয়ে বেঁধে শক্তিশালী করতে হবে। প্যান্ডেলের ছাদের উচ্চতা ৪০ ফুটের বেশি এবং মাটির স্তর থেকে সর্বনিম্ন ১২ ফুট হতে হবে। সকল প্রস্থানের জায়গা সহজে খোলা রাখতে হবে। সমস্ত প্রস্থানপথে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় স্পষ্টভাবে "ক্সজ্জ্ক" লেখা থাকতে হবে, অক্ষরের উচ্চতা কমপক্ষে ৮ ইঞ্চি। প্রবেশ ও প্রস্থানের সঠিক দিক নির্দেশ করার জন্য নির্দেশক চিহ্ন প্রদর্শন করতে হবে।বৈদ্যুতিক তার ও ফিটিং অবশ্যই পলিভিনাইল আবরণযুক্ত ও স্পার্ক-প্রুফ হতে হবে, এবং জয়েন্ট প্রোসেলিন ইনসুলেটেড সংযোগকারী ব্যবহার করতে হবে।. বৈদ্যুতিক সার্কিট ও ডেকোরেটিভ কাপড় বা কাগজ ১২ ইঞ্চির মধ্যে থাকতে পারবে না। বৈদ্যুতিক লে-আউট একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী বা ঠিকাদার দ্বারা করতে হবে। প্যান্ডেল নিকটবর্তী বিল্ডিং/বাসস্থান থেকে সর্বনিম্ন ৬ মিটার দূরত্বে থাকতে হবে। পাঁচটি জল ভর্তি বালতি ও পাঁচটি বালি ভর্তি বালতি প্যান্ডেলের সামনে ও পিছনে রাখতে হবে এবং প্রশিক্ষিত জনবল উপস্থিত রাখতে হবে।
প্রধান বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ডে ঙ্খঞ্জ অগ্নি নির্বাপক (৪.৫ কেজি), ঙ্খঞ্জ অগ্নি নির্বাপক (৪.৫ কেজি) ও জ্ঝঙ্খ অগ্নি নির্বাপক (৬ কেজি) রাখতে হবে। প্রধান প্রবেশ/প্রস্থানের পথ কমপক্ষে ২ মিটার প্রশস্ত হতে হবে। জরুরি প্রস্থান পথ কমপক্ষে ১.৫ মিটার প্রশস্ত থাকতে হবে। জরুরি আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। দশণের পরে প্রতিদিন বৈদ্যুতিক সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। প্যান্ডেলের আশেপাশের রাস্তা ফায়ার ইঞ্জিন চলাচলের জন্য বাধামুক্ত রাখতে হবে।
ধূমপান নিষিদ্ধের নির্দেশ স্পষ্টভাবে বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে এবং পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা করতে হবে। আতশবাজি, খোলা শিখা, রান্না ও গরম করার কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি সর্বদা প্যান্ডেলের কাছে উপস্থিত রাখতে হবে। জরুরি টেলিফোন নম্বর (ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স) প্রদর্শন করতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের অধিদপ্তরের নির্দেশে প্রয়োজনমতো অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। অস্থায়ী কাঠামো বা প্যান্ডেল ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, এই নির্দেশিকা অমান্য করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমলপুরে দুঃস্থদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল

কমলপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর: শারদীয়া দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে সমাজের দুঃস্থ মানুষের মুখে আনন্দের হাসি ফোটাতে কমলপুর মহকুমার প্রত্যন্ত মহাবীর পঞ্চায়েতে আয়োজিত হলো বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুরমা বিধায়ক স্বপ্না দাস পালের উদ্যোগে প্রায় ১৫০ জন গরিব ও শ্রমজীবী পুরুষ-মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।
শারদীয় দুর্গোৎসব মানেই বাঙালির প্রাণের উৎসব আনন্দ, মিলনমেলা ও আলো ছড়িয়ে দেওয়ার উৎসব। সেই আনন্দকেই আরও বিশেষ করে তুলতে এদিনের এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মানুষের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু উৎসবের আমেজই বাড়ায় না, বরং সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও সহমর্মিতারও উজ্জ্বল নজির স্থাপন করে।
অনুষ্ঠানে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পালের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দুর্গাচৌমুহনী ব্লক চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোধি, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির, পঞ্চায়েত প্রধান-উপপ্রধান সহ আরও অনেকে।
হাতে নতুন কাপড় পেয়ে খুশির হাসি ফুটে ওঠে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে। এদিনের কর্মসূচি ঘিরে মহাবীর পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বলেন, "পূজা মানেই আনন্দ। এই আনন্দ সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়ার দিন। তাই নতুন বস্ত্র পরে পুজোতে বের হওয়া ও আনন্দ উপভোগ করাই আসল উদ্দেশ্য।"

জিএসটি, স্বদেশী পণ্যকে উজ্জীবিত করবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। দেশের জিএসটি সরলীকরণের পর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমার প্রেক্ষাপটে মোহনপুর বাজারে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অংশ নেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এইদিন মন্ত্রী শপথ বাক্য পাঠ করেন, যেখানে হাজার হাজার মানুষ শপথ নেন যে তারা স্বদেশী পণ্য ক্রয় করবে এবং বিদেশি পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবে।
মন্ত্রী সভায় বলেন জি.এস.টি সরলীকরণের ফলে প্যাকেটজাত মধু, চা, চাল, টায়ার, টিউব, স্কুল ব্যাগ, নারিকেল তেল, এসি মেশিন, বাইক, রড, সিমেন্ট কৃষি যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার সহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমবে। এটি সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের জন্য বড় সহায়তা হবে।
তিনি আরও উল্লেখ করেন চাল উৎপাদনে আমরা দেশীয়ভাবে দ্বিতীয় হলেও রপ্তানিতে আমরা বিশ্বে চ্যাম্পিয়ন। দেশের চাল না গেলে বহু দেশ খাদ্য সংকটে পড়বে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের সম্মান করেন। দেশের দুধ, ডিম, চিনি, মাছ না গেলে পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বহু দেশে প্রভাব পড়বে।
মন্ত্রী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন যদি স্বামী বাজারে যান, তাঁরা স্বদেশী বা ভারতীয় পণ্য কেনার পরামর্শ দিন। এতে দেশীয় পণ্য ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হবে।
সভায় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদেরও তিনি সতর্ক করে বলেন আগে কেনা পণ্য হলেও ২২ সেপ্টেম্বরের নতুন জি.এস.টি অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে। পুরনো দামের তুলনায় বেশি দাম নেওয়া যাবে না, কারণ নতুন কর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে।
সভায় মন্ত্রী নিজেও একটি স্বদেশী জলের ফ্লাস্ক ক্রয় করেন, যা দেশীয় পণ্যের প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ করে।

প্রধানমন্ত্রী ও মেয়রের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য মহিলার, মামলা

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় এক মহিলা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয় কর্পোরেটররা।
পশ্চিম আগরতলার কর্পোরেটররা জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং তা গণমানুষের অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী। কর্পোরেটররা এই ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে জানিয়েছেন, একজন নাগরিকের হিসেবে এমন আচরণ সমাজে বিভাজন ও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।
পশ্চিম আগরতলা থানায় দায়েরকৃত মামলায় বলা হয়েছে, ওই মহিলা ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক সীমা অতিক্রম করে অশালীন মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং জনসাধারণের মধ্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।
কর্পোরেটররা জোর দিয়ে জানিয়েছেন, "এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক মাধ্যমে সকলেই নিজেদের দায়িত্ব ও সীমা বোঝা উচিত।" তারা প্রশাসন ও পুলিশের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন যাতে দ্রুত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এমন অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।
উল্লেখ্য, এ ঘটনার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক মহলও বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে।

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে ২৩টি মাছ বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর: বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে আগামী ২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে রাজ্যের ২০টি সরকারি মৎস্য খামার থেকে ৭ হাজার ১০০ কেজি মাছ সরকারি নায্যমূল্যে বিক্রয় করা হবে। এর জন্য ত্রিপুরা মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে ২৩টি মাছ বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। এই মাছ বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে সরকারি নায্যমূল্যে কাতলা, রুই, মৃগেল, কারফিউ, সিলভার ইত্যাদি মাছ বিক্রয় করা হবে। এই মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলি হল- কাঞ্চনপুর এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, পানিসাগর এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, গঙ্গানগর এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, ধর্মনগর এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, কমলপুর এসএফ-এর অফিস কমপ্লেক্স, কুমারঘাট ও ফটিকরায় এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, করমছড়া ফিস ব্রিড ফার্ম, খোয়াই এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, চাকমাঘাট এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, মান্দাই ফিসারি অফিস কমপ্লেক্স, লেম্বুছড়া এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, কলমছড়া ফিস ব্রিড কমপ্লেক্স, কমলাসাগর এফবিএফ, উদয়পুর এফএম অফিস, উদয়পুর, ধনীসাগর খামার অফিস, উদয়পুর আরএম দীঘির খামার অফিস, অমরপুর এসএফ অফিস কমপ্লেক্স, সাব্রুম এসএফ অফিস কমপ্লেক্স এবং মুহুরীপুরের এনএফএসএফ।

তেলিয়ামুড়ায় পরিবেশবান্ধব প্রতিমা তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর: তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকার সুকান্ত পল্লীস্থিত জওহরলাল নেহেরু বিদ্যাপীঠে আজ প্রাকৃতিক রং ও দ্রব্য ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব প্রতিমা তৈরির উপর এক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর বরুনা ঋষি দাস, বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, কৃষি সেক্টর আধিকারিক শান্তনু দাস, সাংবাদিক ও সমাজসেবী রাজীব ঘোষ, নবচিন্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক চিরঞ্জীব দেব, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাখাল চন্দ্র রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অথিতিগণ বিশেষ করে শব্দদূষণ রোধ ও প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাসে জনসচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক প্রবীর ঘোষ বিভিন্ন সবজি, সবজির খোসা এবং অর্গানিক কালার ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরির প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas